রাইসির দাফন প্রক্রিয়া শুরু, শেষ বিদায়ে লাখো মানুষের ঢল

সারে-জমিন

বিদ্যুৎ না থাকায় রাস্তা অবরোধ গ্রামবাসীদের

রূপসী বাংলা

রাইসির মৃত্যু কি ইরানকে ফের অস্থির করে তুলবে

সম্পাদকীয়

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার ডাক নওশাদের

সাধারণ

বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগ দিলেন ব্রাভো

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২২ মে, ২০২৪
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১৩ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 138 ■ Daily APONZONE ■ 22 May 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মোদি 'ঝুটো কা সর্দার', মন্তব্য কংগ্রেস প্রধান খাড়গের

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'ঝুটো কা সর্দার' বলে অভিহিত করেছেন। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কংগ্রেসের ইস্তাহার সম্পর্কে মিথ্যাচার করেছেন বলেও অভিযোগ করেছেন। হরিয়ানার যমুনানগর জেলায় প্রথম জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে খাড়গে মোদির মন্তব্যের সমালোচনা করেন। মোদি বলেছিলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে আপনাদের সব সম্পত্তি কেড়ে নেবে। এক্স-রে করানোর পর মঙ্গলসূত্র কোথায়, কোথায় সোনা, রুপো কোথায় এবং তা বের করে অন্যকে দেবে। ২ একর জমি থাকলে এক একর জমি অন্যদের, দুটো মহিষ থাকলে একটা মুসলিমদেরদেবে। খাড়গের প্রশ্ন এই ধরনের মন্তব্য করা মানুষদের কি ভোট দেওয়া উচিত? মোদি একজন 'ঝুটো কা সর্দার' বা মিথ্যার সর্দার।

বিজেপির ছক রাজ্য জুড়ে দাঙ্গা বাধানো: মমতা

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: বিজেপি বাংলায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট এবং বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের দুটি জনসভা থেকেই একই সুরে সুর চড়ান। ১লা জুন শেষ পর্যায়ের নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শেখ হাজী নুরুল ইসলাম এবং বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর সমর্থনে জোড়া জনসভা থেকে দর্শক আসনে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে সচেতনতার বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, 'ভোটের আগে বিজেপির প্ল্যান এ ছিল সন্দেশখালি। বাতিল হয়ে গিয়েছে। মা বোনেরাই বাতিল করে দিয়েছেন। তবে প্ল্যান বি আছে। সাবধানে থাকবেন। ওদের প্ল্যান বি হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা লাগানো, সেটা এখন চলছে।'

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা তুলে ধরে মমতা বলেন, 'হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি করবেন না। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যখন সবাই রক্ত দেয়, সেই রক্তে হিন্দু-মুসলিম লেখা থাকে না। হিন্দুর রক্ত

মুসলিম পায়। মুসলিমের রক্ত হিন্দু পায়। মানুষটা বেঁচে যায়, এটাই আমাদের দেশ।'

মমতা আরও বলেন, 'শুনুন যেটা আমি বুঝি না, আপনি বোঝেন না, সেটা দেশ বোঝে। দেশ বোঝে বলেই আমাদের কাছে খবর আসছে। আর খবরটা জেনুইন। যে বিজেপি হারছে। ওরা দেশ থেকে যাচ্ছে। এদের কাজ হচ্ছে মিথ্যে প্রচার করা। চারিদিকে বলে গেল তৃণমূল চোর হ্যায়। সবচেয়ে বড় চোর, সবচেয়ে বড় ডাকাত কে? বিজেপি দল।'

বিজেপি মিথ্যা আখ্যানে এসসি, এসটিদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ডাল করা হচ্ছে বলে সম্প্রতি বনগাঁর জনসভা থেকে অভিযোগ করেন।

এ দিন ফের অশোকনগরের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মোদিকে এক মিথ্যাবাদী বলে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'এখানে মুসলিমরা ক্ষমতায় আসলে নাকি তফশিলিদের সংরক্ষণ কেড়ে নেবে। আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ করে বলছি, কোনো মুসলিম আপনাদের গায়ে হাত দেবে না এবং আপনাদের সংরক্ষণ কাড়ার ক্ষমতা কোনো মুসলিমদের নেই, আমারও নেই, আমার যেমন মুসলিমদের অধিকার কাড়বার অধিকার নেই, মুসলিমদের ও আপনার অধিকার কাড়বার অধিকার নেই, এটা সংবিধান প্রদত্তা আসলে এটা হচ্ছে বিজেপির মোদি সরকারের মিথ্যে কথা।' পরে মমতা সকলকে আশ্বস্ত করে বলেন কেউ কারো সংরক্ষণ কাড়তে পারবে না, বরং সব ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বাড়বে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বসিরহাট দক্ষিণের সংগ্রামপুরের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশখালিকাণ্ড প্রসঙ্গে বলেন, 'সন্দেশখালির মা-বোনেদের সঙ্গে যা ঘটেছে, তার জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দুঃখিত। মা-বোনেদের নিয়ে যেন অসম্মানের খেলা কেউ না খেলে।''

এর পরেই বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ''মোদীর আমলে দেশে মেয়েদের উপর অত্যাচার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। উত্তরপ্রদেশে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে। বাংলায় মেয়েদের উপর অত্যাচার হয় না। যে দু'-একটা ঘটনা ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

▶ *এরপর দুয়ের পাতায়*

মমতাকে কু-কথা, ২৪ ঘন্টা প্রচার নিষিদ্ধ অভিজিতের

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করার পর বিজেপি প্রার্থী বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ২৪ ঘন্টার জন্য নির্বাচনী প্রচারে নিষিদ্ধ করল নির্বাচন কমিশন। গত ১৫ মে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি প্রার্থীর তথা তমলুক প্রার্থীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ করা হয়। নির্বাচন কমিশন সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে গঙ্গোপাধ্যায়ের জবাব চেয়েছিল এবং তা দেখার পরে নির্বাচন কমিশন নতুন আদেশ জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, কমিশন দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে যে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষাগত ও পেশাদার ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে ঘৃণ্য শব্দ এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গে নারীর প্রতি শ্রদ্ধার যে বিশিষ্ট ঐতিহ্য রয়েছে সেখানে রাজ্যের বদনাম বয়ে এনেছেন।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিজেপিতে যোগ দিয়ে লোকসভা ভোটে লড়তে সম্প্রতি বিচারপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি।

১ এপ্রিলের এই নির্দেশের অনুলিপি বিজেপি দলীয় প্রধান নাড্ডার কাছে পাঠানো হয় যাতে আধিকারিকরা

মহিলাদের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী কোনও লঙ্ঘন না করেন তা নিশ্চিত করার জন্য। তা সত্ত্বেও কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, গঙ্গোপাধ্যায় আরও খারাপ ভাবে একই ধরনের শিষ্টতা লঙ্ঘন করেছেন। এই ত্রুটির পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে নাড্ডাকে সমস্ত বিজেপি প্রার্থী এবং প্রচারকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ জারি করতে বলা হয়েছে।

কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশের পরেও নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম মৌলিক আচরণ কার্যকর করতে এটি একটি গুরুতর ব্যর্থতা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। গত ১৬ মে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন তাঁর অভিযোগে গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শুরু করা এবং তাঁর প্রচারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা দাবি করেছিলেন। কমিশন তার নির্দেশ জারিতে বলেছে, '... কমিশন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কড়া সমালোচনা করেছে। ২১ মে বিকেল ৫টা থেকে শুরু করে ২৪ ঘণ্টার প্রচারে মানা করা হয়েছে। আদর্শ আচরণবিধি চলাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে জনসমক্ষে তাঁর বক্তব্যে সতর্ক থাকার জন্যও কমিশন কঠোরভাবে সতর্ক করেছে।'

উল্লেখ্য, তমলুক কেন্দ্রে ২৫ মে ভোটগ্রহণ হবে এবং বৃহস্পতিবার প্রচার শেষ হবে। গত ১৫ মে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়ায় এক জনসভায় গঙ্গোপাধ্যায় মমতাকে নিশানা করে বলেছিলেন, তিনি এখনও ভাবছেন তিনি মহিলা কিনা। সোমবার গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া খতিয়ে দেখার পর নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, অভিজিতের প্রতিক্রিয়া 'সতর্কতার সঙ্গে' খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং নিশ্চিত যে তিনি নিম্ন স্তরের ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন ও এভাবে আদর্শ আচরণবিধির বিধান লঙ্ঘন করেছেন।

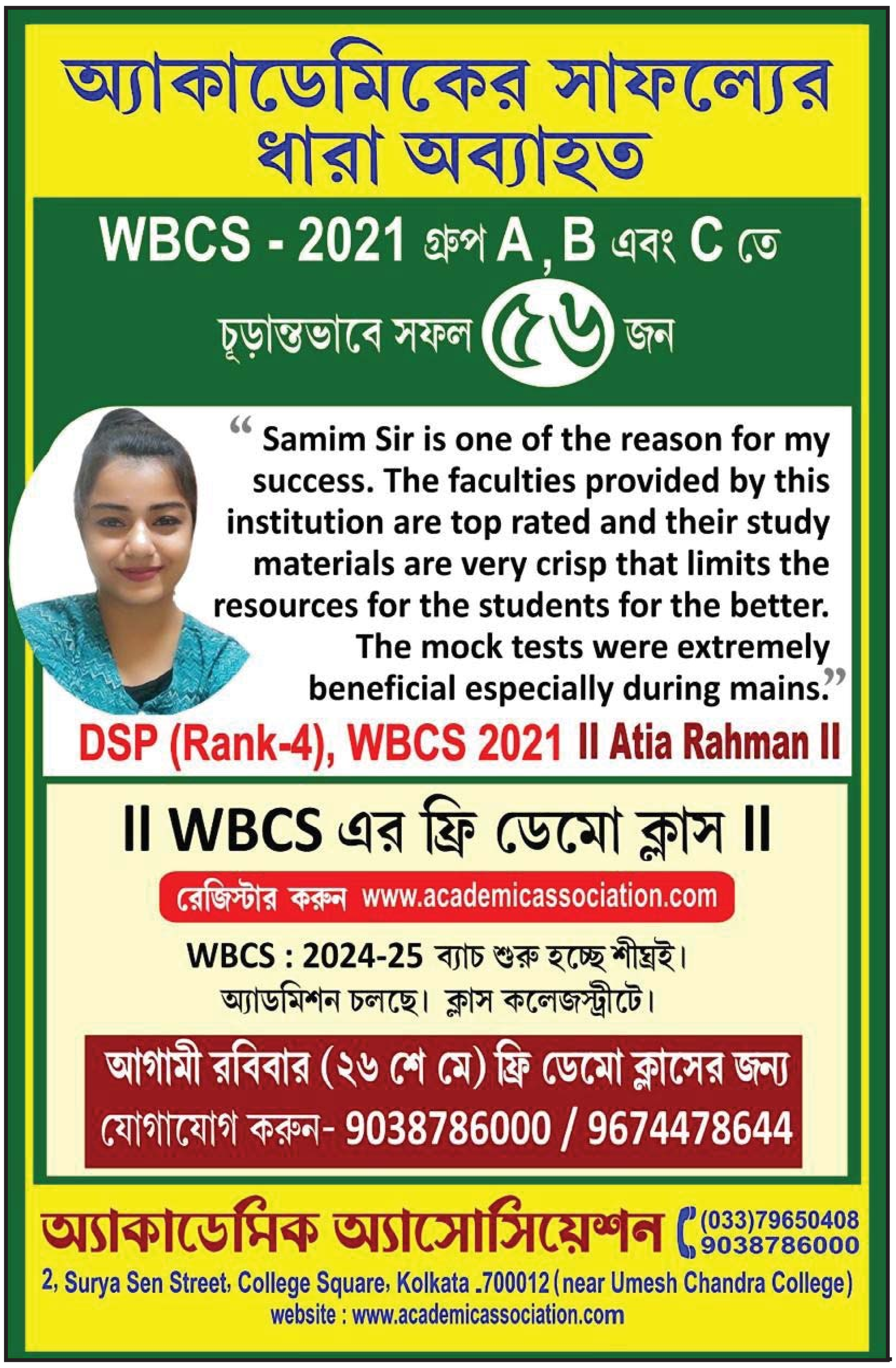

প্রথম নজর

রাজীব গান্ধির মৃত্যুবার্ষিকী সিউড়িতে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মঙ্গলবার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৩৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয় জাতীয় কংগ্রেস ও আই এন টি ইউ সি পক্ষ থেকে। সিউড়ি লালকুঠিপাড়ায় অবস্থিত রাজীব গান্ধীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ভারতবর্ষে বর্তমানে যে মোবাইলের ব্যবহার করা হচ্ছে এটা মূলত রাজীব গান্ধীর অবদান। একদিন বামপন্থীদের বাধায় নির্ধারিত সময়ে এই কর্মসূচি দেশে চালু করতে পারে নাই। আজকে একটা বিষয়ে পরিষ্কার যে দেশের ১২০ কোটি মানুষের হাতে মোবাইল পৌঁছে গেছে।এরূপ ঘটনা সহ রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন কাহিনী সম্পর্কে ও আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃত্বগন।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক দেব কুমার দত্ত,জেলা আইএনটিইউসি সভাপতি মৃনাল কান্তি বসু, বোলপুর শাখার সভাপতি শ্যামলাল মজুমদার, সিউড়ি বিধানসভা এলাকার আইএনটিইউসি সভাপতি নৃত্যহরি চ্যাটার্জি, দীপক দাস, নিত্য নারায়ণ বড়াল, কাশীনাথ দাস,নাসির সেখ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

হেজবুল্লাহর সভা

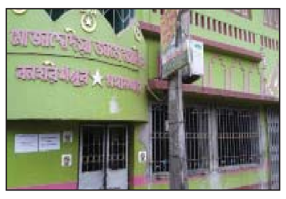

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: ফুরফুরা শরীফের বড় হুজুর প্রতিষ্ঠিত হেজবুল্লাহ বন হরিশপুর কমিটির পরিচালনায় সোমবার একটি জেকেরের মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচলা মধ্যমপাড়ার জামে মসজিদের ঈমাম সাহেব সভা পরিচালনা করেন। শাখা সম্পাদক সেখ আক্তার হোসেন আক্তার হোসেন,মহ:ফারহাদ মল্লিক,সেখ মনিরুল ও রেজাউল মল্লিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন মজলিসে ।প্রত্যেক মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।প্রয়াত পীর আল্লামা আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী হুজুর এই মজলিস কায়েম করেছিলেন।সেখ তারিফ আলি,সেখ জাকির হোসেন,সেখ নাসিরউদ্দিন সহ এলাকার অসংখ্য মানুষ মজলিশে শরিক হয়েছিলেন। দোয়া করা হয় সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্য।

বিদ্যুৎ না থাকায় রাস্তা অবরোধ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: দুই দিন থেকে বিদ্যুৎ না থাকায় অবশেষে বাধ্য হয়ে সোমবার রাতেই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। সোমবার রাতে ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদার ইংরেজবাজার থানার সাতটারি এলাকায়। এলাকাবাসিদের অভিযোগ বিদ্যুৎ না থাকায় বর্তমান এই গরমে হাঁসফাঁস,সারা রাত গরমে বাড়িতে রোগী এবং বাচ্চা নিয়ে ঘুমাতে অসুবিধে হয়। তার উপর দুই ধরে এই বিদ্যুৎ সংকট। তাদের আরো অভিযোগ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিদুৎ দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ না হওয়ায় অবশেষে বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত মিল্কী ফাঁড়ি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ মৃণাল চ্যাটার্জির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের সাথে কথা বলে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন পুলিশকর্তারা। এরপর পুলিশি আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

রাজভবনের নির্দেশে হেয়ার স্ট্রিট থানায় বয়ান দিতে হাজির তিন কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজভবনের নির্দেশে তদন্তে সহযোগিতা করতে ৩ জন কর্মী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাজির হন হেয়ার স্ট্রিট থানায় ।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ব্যক্তিগত বন্ডে জামিনের পর শ্লীলতাহানিকাণ্ডে রাজভবনের তিন কর্মী হাজিরা দেন হেয়ার স্ট্রিট থানায়। সূত্রের খবর, পুলিশ এই তিন জনের সঙ্গেই কথা বলে।শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলা রাজভবনের মহিলা কর্মীর বয়ানের ভিত্তিতেই তাঁদের তলব করা হয়েছিল। এদিন তাদের কাছ থেকে বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ। আগে বার কয়েক হাজিরা এড়ালেও মঙ্গলবার থানায় এসেছেন তাঁরা। যে তিন জনকে তলব করা হয়েছিল, তাঁরা হলেন এসএস রাজপুত, কুসম ছেত্রী এবং সন্ত লাল। রবিবার ডাকা হলেও তাঁরা তলব এড়িয়ে গিয়েছেন। উল্টে পুলিশের কাছে সময় চেয়েছিলেন তাঁরা। যে তিন জনকে তলব করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে এসএস রাজপুত জানিয়েছিলেন, তিনি কলকাতার বাইরে রয়েছেন। রাজপুত ১০ দিন সময় চেয়েছিলেন এবং এফআইআরের কপিও চেয়েছিলেন পুলিশের কাছে। বাকি দু'জন সাত দিন সময় চেয়েছিলেন এবং এফআইআরের কপি চেয়েছিলেন । শ্লীলতাহানির অভিযোগে রাজভবনের আরও চারজনকে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করেছে কলকাতা পুলিশ। তাঁরা হচ্ছেন মুন্না চৌধুরি, ডা. এম সাঁতরা, শিবম শর্মা ও গৌতম দাস। এরা প্রত্যেকেই অভিযোগ কারিনীর বয়ান অনুযায়ী ঘটনার দিন রাজভবনে উপস্থিত ছিলেন। তদন্তের স্বার্থে তাদের বয়ান রেকর্ড করবে পুলিশ। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের তদন্তে যাতে অসহযোগিতার কোন অভিযোগ না উঠে তার জন্য সতর্ক রাজ্যপাল। রাজভবনের কর্মীদের তিনি কলকাতা পুলিশকে তদন্তে সমস্ত রকম সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে সত্য ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এদিন পুলিশকে বয়ান দিতে আসা রাজভবনের ৩কর্মী সংবাদ মাধ্যমের সামনে কোন মুখ খোলেননি।

রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য গভীর রাতে স্থানান্তরিত করা হল গাছ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিগত দুই তিন মাস আগে পুরাতন মালদার বুলবুলি মোড় থেকে মঙ্গলবাড়ী রেলগেট পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য রাস্তার দুই ধারে থাকা বেশ কয়েকটি পুরনো বটগাছ কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছছিল জেলা প্রশাসন। প্রশাসনিকভাবে গাছ কাটার খবর মাত্রই বিজ্ঞান মঞ্চ, সহকার, ম্যাজিক নতুন প্রজন্ম সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্যরা জেলা প্রশাসন এবং পিডব্লিউডি আধিকারিকদের কাছে দরবার করে এবং গাছকে জীবিত রাখার আবেদন জানান। দীর্ঘ আন্দোলন এবং দরবারের পর অবশেষে পিডব্লিউডি দপ্তর, মালদা জেলা প্রশাসন এবং পুরাতন মালদা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান মঞ্চের আবেদনে সাড়া দিয়ে মোট ১১ টি গাছকে বাঁচানো সম্ভব হয় , পাশাপাশি আরও পাঁচটি বটগাছকে স্থানান্তরিত করে নারায়নপুর বাইপাস রোডে রোপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে রবিবার রাত্রি আনুমানিক দশটা নাগাদ গাছ স্থানান্তরিত করার কাজ শুরু হয়। সবুজ রক্ষার কাজ চলে চলে সারা রাত্রি ধরে। এদিন মঙ্গলবাড়ী এলাকার গাছ স্থানান্তরিত করার ব্যস্তা চোখে পড়ে। পাশাপাশি এদিন এই দৃশ্য দেখতে বহু মানুষ পথে ভিড় জমান।উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পৌরসভার পৌর পিতার সহ অন্যান্য বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মকর্তারা। এদিন বিশালাকার বটগাছকে তুলতে নিয়ে আসা হয়েছিল উন্নত মানের ক্রেন। একটি বটগাছ কে স্থানান্তরিত করার জন্য সময় লাগে তিন ঘন্টা যদিও সোমবার পর্যন্ত সেই কাজ চলতে থাকে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে এই প্রথম বটগাছ স্থানান্তরিত করার কাজ প্রথম জানিয়েছেন বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা তারা আরো বলেন এই গাছকে স্থানান্তরিত করার পর সঠিকভাবে পর্যাপ্ত জল এবং দেখাশোনার পুরো ভার দায়িত্ব করা হবে জানিয়েছেন এক বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মকর্তা। প্রশাসনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন তারা । পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলা সংগঠনের সভাপতি সুনীল দাস জানান, আমাদের সংগঠন সহ অন্যান্য পরিবেশপ্রেমী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের সাথে সাত মিলিয়ে গাছকে বাঁচানোর চেষ্টায় সক্ষম হয়েছি তার জন্য জেলা প্রশাসনকে সাধুবাদ জানাই। পাশাপাশি আমরা সাধারণ মানুষকে সচেতন করছি যেভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বজ্রপাতে মৃত্যু বাড়ছে , সেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকাতে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জল যোগানের জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে গাছ লাগানো এবং গাছ বাঁচানো। পাশাপাশি পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ তিনি বলেন গাছ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে পশু প্রাণী বাঁচবে তাই গাছ কাটা নিয়ে আমরা উভয়ই যৌথভাবে এই কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি ।

চোরাশিকারীদের হাতে সুন্দরবনের বনকর্মীর মৃত্যু, সরব এপিডিআর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: চোরাশিকারীদের শিকার আটকাতে গিয়ে সুন্দরবনের নেতাধোপানি বিটে গত শনিবার প্রাণ গেল অমলেন্দু হালদার (৫৯) নামে এক বন কর্মীর। অল্পের জন্যে প্রানে বেঁচে গেলেন তাঁর সঙ্গে থাকা বেশ কয়েক জন বন কর্মী। আর তাঁর পরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সুন্দরবনে বন কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে। বনমন্ত্রী ভোটের কাজে ব্যস্ততা দেখিয়ে ভোটের পরে সব কিছু দেখা হবে বলে জানিয়েছেন।দীর্ঘ দিন বন দফতরে নিয়োগ কাজ বন্ধ।সুন্দরবনের পর্যাপ্ত বন কর্মীর অভাবে চোরাশিকারীদের দাপট বেড়ে চলেছে। আর তাঁর ফলে লুট হচ্ছে সুন্দরবনের সম্পদ।শিকার হচছে সুন্দরবনের হরিণের মতন একাধিক বন্যপ্রাণ।আর মৃত বনকর্মীর পরিবারের সাহায্য, চোরাশিকারীদের গ্রেফতার,বন কর্মীদের নিরাপত্তা বিষয় সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্য বন দফতরে মেল করে এপিডিআর নামে অন্যতম মানবাধিকার সংগঠন। সুন্দরবনের মানুষের পাশে থেকে এই সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে।এদিন এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর রাজ্য বন দফতরে চিঠি পাঠান।তিনি এদিন এই বিষয়ে বলেন,আমরা চাই সুন্দরবনের মানুষের, বন কর্মী, মৎস্যজীবি সহ বন্যপ্রাণদের সুরক্ষা।রাজ্য সরকার বন দফতরে দীর্ঘ দিন নিয়োগ করে নি।আর নিরাপত্তার অভাবে চোরাশিকারী,জলদস্যুদের আক্রমণ তাই বেড়ে চলেছে।যে এলাকায় গত শনিবার ঐ বনকর্মীকে গুলি করা ও কোপানো হয় তাঁর খুব কাছাকাছি বাংলাদেশ সীমান্ত জলপথে।আর তাই এই সব এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর হওয়ার দরকার আছে বলে আমরা মনে করি। আমরা আমাদের সংগঠনের তরফে এদিন চিঠিতে বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেছি। এগুলোর যতাযত ব্যবস্থা গ্রহন না হলে আমরা বৃহওর আন্দোলনের পথে নামবো। তিনি বলেন, আমাদের দাবিগুলোর অন্যতম হল, বনকর্মী অমলেন্দু হালদারের খুনিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে। বনকর্মী ও মৎসজীবীদের নিরাপত্তায় অতীব গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে সকল সুন্দরবনবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।তদন্ত ও টহলদারির সময় মৎসজীবীদের যাতে কোনোরকম হয়রানি ও আতঙ্কিত করা না হয় সেদিকটা খেয়াল রাখতে হবে। বনকর্মীর ঘাটতি পূরণ করতে অবিলম্বে বাঘে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের উপযুক্ত পদে দ্রুত নিযুক্ত করতে হবে।

মিঠুনের রোড শো ঘিরে বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: শনিবার ২৫ শে মে ষষ্ঠ দফার নির্বাচন রয়েছে মেদিনীপুর লোকসভায়। তার আগে মঙ্গলবার বেলা ১২ টা নাগাদ মেদিনীপুরের রোড শো করতে আসেন মিঠুন চক্রবর্তী। মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিতা পালের সমর্থনে মেদিনীপুর কালেক্টরেট থেকে কেরানিতোলা হয়ে কলেজ মাঠে গিয়ে শেষ হয় রোড শো। কেরানিতলা ঢোকার আগে হঠাৎই ১০-১২ জন তৃণমূল সমর্থক মিঠুন চক্রবর্তীর রোড শো এর দিকে লক্ষ্য করে জলের বোতল ইট পাটকেল ছোঁড়াছুড়ি করে। পরে বিজেপি কর্মীরাও তাড়া করে আসলে কিছুক্ষণ পর পিছু হটতে বাধ্য হয় বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের চোখের সামনে ঘটনা ঘটলেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে পুলিশ অভিযোগ বিজেপির। একে অপরের দিকে জলের বোতল ছোঁড়া চলতে থাকে দীর্ঘক্ষণ। পরে বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের তাড়া করে এলাকা ছাড়া করে। আবার কেরানীতলা থেকে শুরু হয় রোড শো। রাস্তার দুপাশে সাধারণ মানুষের যথেষ্টই। প্রায় কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক নিয়ে মেদিনীপুর শহরে রোড শো করলেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। মেদিনীপুর শহরের মানুষ মহাগুরুকে সামনে পেয়ে কার্যত খুশি ও উচ্ছাসে মেতে উঠেন। মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত ডিজে গানে নাচ করতে দেখা যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যৌনাঙ্গে লুকিয়ে সোনা পাচার করার অভিযোগে ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন:যৌনাঙ্গে লুকিয়ে সোনা পাচার করার অভিযোগ। ঘটনায় ধৃত এক পাচারকারী মহিলা। উদ্ধার ৫১ লক্ষ টাকার সোনার বিস্কুট। ধৃতকে এদিন আদালতে তোলা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হাঁড়িপুকুর এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হাঁড়িপুকুর এলাকার বাসিন্দা পাচারকারী ওই মহিলার নাম খতেজা বিবি। সোমবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ থেকে উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে ওই মহিলা। সেই সময় তাঁকে দেখে ফেলে প্রহরারত ৬১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা। সন্দেহ হওয়ায় মহিলাকে ধরে যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর শরীর পরীক্ষা করা হয়। সেখানেই দেখা যায় ওই মহিলার শরীরে কিছু রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে স্বীকার করে যে তার যৌনাঙ্গে ৬ টি সোনার বিস্কুট রয়েছে। এরপর একে একে ছয়টি সোনার বিস্কুট যৌনাঙ্গ থেকে বের করেন ওই মহিলা। উদ্ধার সোনার বিস্কুটের আনুমানিক বাজার মূল্য ৫১ লক্ষ ২১ হাজার ৮২৮ টাকা। সোমবার রাতে আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে ওই মহিলাকে হিলি শুল্ক দপ্তরের অপরাধ দমন শাখার হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

ফের ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: রোজগারের আশায় ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ এক যুবক।ভাইকে ফিরে পেতে হন্যে হয়ে ঘুড়ে বেরোচ্ছে দাদা সেখ আসরাফ।

জানা গেছে নিখোঁজ যুবকের নাম সেখ আইবুল। বাড়ি পুখুরিয়া এলাকায়। আরো জানা গেছে রোজগারের তাগিদে বিগত কয়েক মাস আগে ভিন রাজ্য অর্থাৎ দিল্লী পাড়ি দেয় যুবক। তার অনান্য সঙ্গীরা বাড়ি ফিরে আসলে বাড়ি ফিরে আসেনি সেখ আইবুল। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেও কোন সন্ধান মিলেনি ওই যুবকের। তাই নিজের ভায়ের খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার দাদা। কোন সন্ধান না পেয়ে

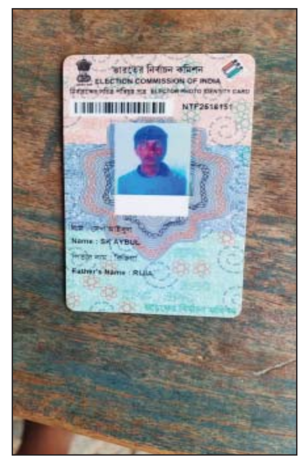

প্রশাসনের দ্বারস্থ হন নিখোঁজ যুবকের পরিবার। পুখুরিয়ায় থানায় একটি নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ চারু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে নিজের হাতে লিখেই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলেন চারু মোমিন। মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর ইনসান আলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে চারু। চারুর বাড়ি চৌকি মিরদাদপুর অঞ্চলের শ্যামপুর এলাকায়। চারু উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে চায়। চারুর ইচ্ছে কলেজে পড়বে এবং বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার কোচিং করবে।

কিন্তু পরিবারের সামর্থ্য নেই টাকা দেওয়ার। চারুর বাবা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। কোন কাজ করতে পারেনা। মা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। কখনো কাজ পান কখনো আবার পান না। মায়ের উপার্জনে সংসার চালানো হিমশিম অবস্থা। চারুর পড়ার পথে কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক দুরাবস্থা।

চারুর ইচ্ছে আমি পড়াশুনা করে চাকরি করে আমার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারি। আমি প্রতিবন্ধী। আমি তো পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করতে পারবোনা। তাই পড়াশোনা করতে চাই। এই প্রতিবন্ধীকে ফুলমালা ও মিষ্টান্ন দিয়ে সংবর্ধনা দেন সমাজসেবী জমিদার। কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন সমজসেবী জমিদার। চারু মমিনের পাশে আগামীতে দাঁড়াবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন জমিদার। চারু মমিনের ইচ্ছা কোন সহৃদয় ব্যক্তি তার পাশে পড়াশোনার জন্য দাঁড়ালে খুব ভালো হতো। চারু মমিন কলেজে পড়তে চায়। প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে মাথা উঁচু করে এই সমাজে সে বাঁচতে চায়। এটা তার কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ।

উচ্চমাধ্যমিকে পঞ্চদশ মুস্তাফিজুর ডাক্তার হয়ে সমাজসেবা করতে চায়

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: উচ্চমাধ্যমিকে পঞ্চদশ স্থান দখল করে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করলো মুস্তাফিজুর রহমান। এখন শুধু পড়াশোনা শহর কেন্দ্রিক নয়। সঠিক ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে গ্রাম থেকেও যে রত্ন বের হয়। সেটা প্রমাণ করে দেখালো নলহাটি ২ নং ব্লকের ভগলদিঘী গ্রামের মুস্তাফিজুর রহমান। মাধ্যমিকে আশা থাকলেও সে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগই ছিলো তার পছন্দের বিষয়।

বিজ্ঞান বিভাগকে ভরসা করেই সে এবার উচ্চমাধ্যমিকে ৪৮২ নম্বর পেয়েছে। তার এই প্রাপ্ত নম্বরে শুধু গ্রামের বা এলাকার মুখ উজ্জ্বল হল তাই নয়। তার এই প্রাপ্তিতে এলাকার যারা আগামী দিনের ভবিষ্যতের ছাত্র। তারা কিন্তু তাকে আদর্শ হিসাবে সামনে রাখলো। শুধু এই ছেলেটিই নই। তাকে আদর্শ করে যেন এগিয়ে যায় সেই দৃষ্টান্তকেই সামনে তুলে ধরলেন এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমাজ দর্পণ। সেই সংগঠনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার বিকেলে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি হীরালাল ভকত কলেজে অধ্যক্ষ ড: নূরুল ইসলাম, এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক আব্দুল করিম, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। এই সংবর্ধনা পেয়ে সভাবত লাজুক ছেলেটি আপ্লুত।মুস্তাফিজুর রহামান বলে, পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই। পড়াশোনায় মনযোগী হয়ে পরিশ্রম করতে হবে। ঠিক মতো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সে জানিয়েছে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে তার শৈশব কেটেছে। একই ভাবে গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনার সময় আল আমিন মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। যার ফলে আল আমিন মিশনের খলতপুর মেন ক্যাম্পাসে টানা চার বছর পড়াশোনা। সেখান থেকে মাধ্যমিকে ৬৬৬ নম্বর পেয়ে ভালো ফলাফল করলেও তার আশানুরূপ ফল হয়নি। এবার উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৮২ পেয়ে রাজ্যের মেধা তালিকায় ১৫ নম্বর স্থান দখল করে এলাকায় দৃষ্টান্ত রাখলো মুস্তাফিজুর রহমান। বাবা মোঃ মেরশাদ আলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা রেবেকা সুলতানা গৃহ কর্তী। বাবা মায়ের কৃতি সন্তান। এই ছেলেটি কি এখানেই থেমে থাকবে। ভবিষ্যতে সে কি হবে। ছেলেটির ইচ্ছা ভবিষ্যতে ডাক্তারি করে সে শুধু এলাকার নই। মানুষের উপকার করবে। এবং মানুষের মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে বলে সে জানিয়েছে।

বিজেপির ছক রাজ্য জুড়ে দাঙ্গা বাধানো

▶ *প্রথম পাতার পর*

বাংলায় মেয়েদের উপর অত্যাচার করলে কেষ্ট-বিষ্টু, রাম-রহিম– কাউকে ছাড়া হয় না।' পাশাপাশি মমতার ঘোষণা, 'সুন্দরবন নিয়ে নতুন মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করছি, আপনাদের জেলা নতুন জেলা হবে। বসিরহাটের বেশির ভাগ অঞ্চলগুলি নিয়ে একটা জেলা হবে। ওই দিকে বকখালি, সাগরদ্বীপ নিয়ে আরও একটা জেলা হবে।'

অশোকনগরের জনসভা থেকে এ দিন ফের সিএএ, এনআরসি, ইউসিসি নিয়ে সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সিএএ নিয়ে অসমে আন্দোলন শুরু হয়েছে। বাঙালিরা ভয়ে ভয়ে রয়েছেন। বিজেপি কালোকে সাদা করতে মিথ্যে বলে।'

তিনি আরও বলেন, ''বাংলায় সিএএ, এনআরসি, ইউসওসি হবে না।'' তৃণমূল বিরোধী বাংলার রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে মমতা বলেন ''রাম, বাম একই কাজ করে। ইন্ডিয়া জোটে আছি। জিতিয়ে দিল্লিতে ক্ষমতায় আনব। কিন্তু বাংলায় ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। বাংলায় ওরা কখনও বিজেপিকে তুলে দেয়। ওদের ভোট দিয়ে কী লাভ? খায় না মাথায় দেয়? ৩৪ বছর ক্ষমতায় থেকে নতুন হাসপাতাল করেনি। ৪২টি নতুন হাসপাতাল করেছি। আজ ৪০-৪৫টি বিশ্ববিদ্যালয়।''

বসিরহাটের জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী হাজী নুরুলের প্রতি দরাজ সার্টিফিকেট দিতে দেখা যায়। মমতা বলেন, 'আমার চিরকালের প্রিয় হাজী নুরুল ইসলাম, ওকে আমি ভালোবাসি আর একটা কারণে, ও কখনো হিন্দু মুসলমান করে না। ও সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে চলে। ওর মুখে সব সময় আমি হাসি দেখেছি। সেই হাসিটা আমার ভালো লাগে বলেও মন্তব্য করেন মমতা।

অন্যদিকে অশোকনগরের সভায় কাকলির হাত ধরে মমতা বলেন, 'কাকলি ভীষণ ফাইট করে।' এনআরসির সময় আসাম গিয়ে কাকলি আক্রান্ত হয়েছিলেন সে কথা তুলে ধরে মমতা বলেন, 'ও দলের প্রতি চিরদিন লয়াল, যখন যেখানে যেতে বলি সেখানে যাই, এবং দলের হয়ে অনেক কাজ করে, পার্লামেন্টেও খুব ভাল একজন সাংসদ।'

আগামী ১লা জুন জোড়া ফুল প্রতীকে হাজী নুরুল এবং কাকলিকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে সকলকে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকার অনুরোধ করেন মমতা।

প্রথম নজর

মক্কায় হাজিদের শরীরে শনাক্ত প্রাণঘাতী রোগ!

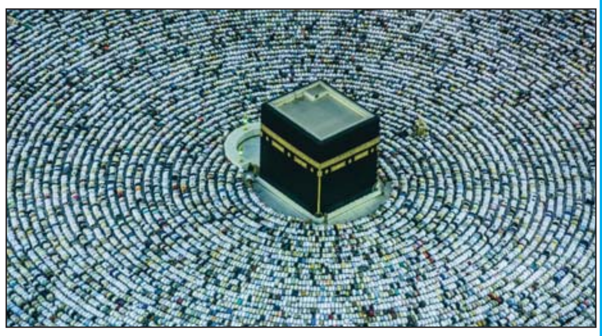

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের এপ্রিল থেকে সৌদি আরবে ওমরাহ পালন শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত এসেছেন এমন ১২ জনের শরীরে প্রাণঘাতী মেনিনোকোকাল রোগের উপসর্গ শনাক্ত করা হয়েছে।
সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর জন্মস্থান পবিত্র মক্কা নগরী ইসলাম ধর্মের একটি তীর্থস্থান। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য সারা বছর ধরে মক্কায় ওমরাহ পালন করা যেতে পারে।
সামর্থ্যবান মুসলমানরা তাদের জীবনে অন্তত একবার হজ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করেন। এ বছর হজের আনুষ্ঠানিকতা পালিত হবে ১৪ থেকে ১৯ জুন। তাই এখনই বিশেষ সতর্কতার কথা জানিয়েছে দেশটির রোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিডিসি। এই বছর মেনিনোকোকাল রোগে আক্রান্ত তীর্থযাত্রীদের মধ্যে পাঁচজন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। ফ্রান্সে এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ এবং যুক্তরাজ্যে ৩ জন। আক্রান্তদের মধ্যে ১০ জনই মক্কায় গিয়েছিলেন এবং দু'জন সৌদিফেরত নাগরিকের সংস্পর্শ বা ঘনিষ্ঠতায় ছিলেন। মেনিনোকোকাল প্রতিরোধী টিকা না নেয়া ব্যক্তিদের সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত রোগ মেনিনজাইটিসসহ মেনিনোকোকাল রোগ হচ্ছে একটি অস্বাভাবিক অসুস্থতা যা নেইসেরিয়া মেনিনজিটিডিস ব্যাকটেরিয়ার কারণে সৃষ্ট। এটি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের আস্তরণে সংক্রমণ ঘটাতে পারে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি সারাজীবন ভুগতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি স্মৃতিবিভ্রম এবং মনোযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থতা, খিঁচুনি, মানসিক ভারসাম্যে সমস্যা, শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া এবং অন্ধত্বের শিকার হতে পারে। এই রোগের ব্যাকটেরিয়া সেপ্টিসেমিয়া বা রক্তের বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। অনেকে গুরুতর রক্তের সংক্রমক রোগেও আক্রান্ত হতে পারেন।

ফিলিস্তিনিদের মরদেহ ট্রাকে ভরে নিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা

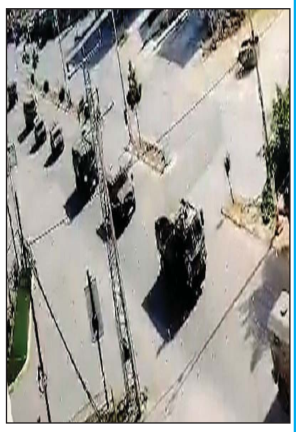

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে বহু ফিলিস্তিনির মরদেহ ট্রাকে ভরে ইসরায়েলে নিয়ে গেছে ইসরায়েলি বাহিনী। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজে ইসরায়েলি বাহিনীর এমন ভয়াবহ কর্মকাণ্ড ধরা পড়েছে।
ভিডিওতে দেখা যায়, গাজার একটি অস্থায়ী মর্গ থেকে মরদেহ সরিয়ে ইসরায়েলি বাহিনী। তারা স্ট্রেচারে করে এসব মরদেহ ট্রাকে ভরছে। ইসরায়েলি ওই ট্রাকে কালো পলিথিনে মোড়ানো মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।
২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে গাজা সিটির আল-শিফা হাসপাতালে প্রথম অভিযানের সময় এই মর্গ তৈরি করেছিল ইসরায়েলি বাহিনী। এই ভিডিওটি সেই সময়ের বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, শতাধিক মরদেহ একটি ট্রাকে ভরে ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
গত ফেব্রুয়ারি মাসে ফিলিস্তিনিদের মরদেহ ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নেতানিয়াহু সরকার। তারা বলছে, গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৩৫০টির বেশি মরদেহ তাদের দেশে আনা হয়েছে। এসব মৃত মানুষের মাঝে ইসরায়েলি বন্দি আছে কিনা, তা জানতেই এমনটা করা বলে দাবি তেল আবিবের। এমনকি তাদের মাঝে কোনো ইসরায়েলি বন্দি না পাওয়া গেলে গণকবর দিতে গাজায় ফেরত পাঠানো হয় বলে জানিয়েছে দেশটি। তবে ইসরায়েলের এমন কর্মকাণ্ডে মানব দেহের অঙ্গ চুরির বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আসছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন। ফিলিস্তিনি চিকিৎসকদের এমন উদ্বেগের পর ইউরো-মিড অধিকার সংগঠনগুলো এই বিষয়ের ওপর স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তাদের এমন অভিযোগ অস্বীকার করলেও নব্বইয়ের দশকে এমনটা ঘটেছিল বলে স্বীকার করেছে ইসরায়েল।

রাইসির দাফন প্রক্রিয়া শুরু, শেষ বিদায়ে লাখো মানুষের ঢল

আপনজন ডেস্ক: হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানসহ নিহত অন্যদের দাফন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ মে) ইরানের বার্তাসংস্থা মেহর নিউজ জানিয়েছে, সকাল সাড়ে নয়টায় ইরানের তাবরিজ শহরে জানাজা শুরু হয়।
লাখো ইরানি নাগরিক প্রেসিডেন্ট রাইসি ও তার সাত সহযাত্রীর দাফনে যোগ দিতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শহর তাবরিজের একটি কেন্দ্রীয় স্কয়ার থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হন। এ সময় তাদের হাতে ইরানের পতাকা ও প্রয়াত প্রেসিডেন্টের ছবি ছিল।
নির্বাহী বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহসেন মানসুরি ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান নিউজ নেটওয়ার্কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, আজ বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রাইসির মরদেহ ধর্মীয় শহর কওমে নেয়া হবে। এরপর সেখানেও তার জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরো বলেন, এরপর তার মরদেহ রাজধানী তেহেরানে নেয়া হবে। সেখানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি রাইসিসহ অন্যান্যদের জানাজা নামাজ পড়াবেন। পরে বুধবার (২২ মে) তাদের মরদেহ দাফন করা হবে। বুধবার ইরানে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে রাইসির মৃত্যুতে ইরানে পাঁচ দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত রোববার ইরান-আজারবাইজান সীমান্তে একটি বাঁধের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় প্রেসিডেন্ট রাইসিকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। পরে সোমবার সকালে পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের পাহাড়ি ও তুষারাবৃত এলাকায় হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায় অনুসন্ধানকারী দল। ওই দুর্ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির পাশাপাশি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির-আব্দুল্লাহিয়ান, পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের গভর্নর মালিক রহমেতি এবং তাবরিজ প্রদেশের ইমাম আয়াতুল্লাহ আলী হাশিমের মৃত্যু হয়েছে।

আরব রাষ্ট্রগুলোর বিশ্বাসঘাতকতার পরও যাদের সমর্থনে টিকে আছে ফিলিস্তিন

আপনজন ডেস্ক: দশকের পর দশক ধরে দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে ফিলিস্তিনি জনগণ। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল আসছে না। এক্ষেত্রে কিছু আবর রাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতা অনেকাংশ দায়ী। ফিলিস্তিনিদের কাছে একদিকে কিছু আরব রাষ্ট্রের নেতারা বিশ্বাসঘাতক অন্যদিকে কিছু মুসলিম দেশের নেতারা সুপার হিরো। এদের তালিকায় রয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ান, মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম, কাতারের আমির তামিম বিন হামাদ আল-থানি এবং পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানসহ আরো অনেকেই।
ফিলিস্তিনে যখন ইসরায়েল অভিযান চালাচ্ছে, কারো কথায় পাত্তা না দিয়ে নির্বিচার শহরগুলো ধ্বংস করছে, তখন আরব দেশগুলো অর্থপূর্ণভাবে এগিয়ে আসছে না। তারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ মাথায় রেখে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, কোনোভাবেই তারা নৈতিক অবস্থান থেকে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। তার প্রমাণ হলো- ইসরায়েল এত অপরাধ করার পরও আরব দেশগুলো তেল আবিবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছে না। আরব দেশগুলোর এই আরচণের দুটি কারণ রয়েছে। প্রধান কারণ, আরব নেতারা ইসরায়েলের সামরিক ক্ষমতাকে ভয় পান; বিশেষ করে ইসরায়েল কার্যত একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হওয়ায় তাদের ভয়টা বেশি। দ্বিতীয় কারণ হলো, এই শাসকেরা কোনোভাবেই পশ্চিমা শক্তিগুলোকে খেপিয়ে তুলতে চান না। এই শাসকেরা ভালো করেই বুঝতে পারেন, ইসরায়েল পশ্চিমাদের একটি সাম্রাজ্যবাদী সহচর। তারা সবদিক হিসাব-নিকাশ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, যেহেতু তারা মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন না, পশ্চিমাদের তালে তাল মেলালে অনেক আর্থিক লাভ হয়, সেহেতু পশ্চিমাদের কথার বাইরে না গিয়ে চলাই সবদিক থেকে নিরাপদ। তবে এই স্রোতের বিপরীতে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ান, মালেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমের মতো নেতারা। গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তুরস্ক ইসরায়েলের ওপর সর্বাত্মক বাণিজ্য অবরোধ আরোপ করেছে। এরদোয়ান সরকার সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ইসরায়েল গাজায় ত্রাণ পেঁছানোর অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকবে।
এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইসরায়েল তুরস্কের ওপর পাল্টা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তুরস্কের নিষেধাজ্ঞা জারির পর কয়েক দিন যেতে যেতে না যেতেই ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা রাফায় গাজার বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের ওপর স্থল অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর ওআইসি ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু তা কার্যকর করতে সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশগুলোর উদ্যোগ এখনো দেখা যাচ্ছে না। তুরস্ক প্রথমবারের মতো একটি দেশের ওপর এত ব্যাপক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়ন করেছে।
দেশটির সব বন্দর ও বাণিজ্য এলাকা ইসরায়েলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর এরদোয়ান তুর্কি আকাশসীমা, দারদানেলিস এবং বসফরাস প্রণালিও বন্ধ করে দিতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করলে ইসরায়েলের জন্য একটি ঐতিহাসিক প্রশ্নের সূচনা এবং 'অস্তিত্বগত সংকট' সৃষ্টি হবে। শুধু তাই নয়, এরদোয়ান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবদান রাখার পাশাপাশি হাজার হাজার হামাস যোদ্ধাকে তুরস্কে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।
ফিলিস্তিদের জন্য লড়াই করছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম শক্তিশালী দেশ ইরানও। দেশটি অস্ত্র, অর্থ দিয়ে ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করার পাশাপাশি লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুথি এবং ইরাকের কাতায়েব হিজবুল্লাহকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশের বিশ্বাসঘাতকতা স্বত্ত্বেও ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়িয়েছে অঞ্চলটির সম্পদশালী দেশ কাতার। দেশটির আমির তামিম বিন হামাদ আল-থানি ফিলিস্তিনিদের ব্যাপক আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাসের শীর্ষ নেতাদেরও নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করেছেন।

ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: রাইসির উত্তরসূরি কে হবেন

আপনজন ডেস্ক: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির ঘনিষ্ঠ ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার চূড়ার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এমনকি পরে খামেনির পর তাকেই উত্তরসূরি মনে করা হচ্ছিল ইরানের। তবে এক নাটকীয় মোড় সব হিসাবনিকাশ পালটে দিয়েছে।
আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যুকে ঘিরে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। এমনকি ইরানের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন জাগছে অনেকের মনে। এরইমধ্যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে দেশটির নির্বাচন কাউন্সিল। আগামী ২৮ জুন দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ইরানের সংবিধান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্টের মৃত্যু বা তিনি দায়িত্বপালনে অক্ষম হলে ৫০ দিনের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে হবে। এর জন্য সংসদের স্পিকার, বিচার বিভাগীয় প্রধান এবং প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্টের সমন্বয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে, নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ইরানের বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবার ছাড়াও সড়ক ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী মেহরদাদ বাজরপাশ, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ, আলি আকবর সালেহিসহ গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ কর্মকর্তাদের নাম শোনা যাচ্ছে। এছাড়া দৌড়ে আছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির মিত্র আলি লারিজানি, রাইসির বড় প্রতিদ্বন্দ্বি মোহাম্মদ বাকের কালিবাফের মতো নেতারাও।
তবে ইরানের প্রেসিডেন্টের মসনদে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ঘনিষ্ঠ মোহাম্মদ মোখবার ও বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলি বাঘেরি কানির ক্ষমতায় বসার জোর সম্ভাবনা দেখছেন অনেকে। প্রতিযোগিতার তালিকায় পিছিয়ে নেই ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সাবেক প্রধান আলি শামখানি। গত বছর চীনের মধ্যস্থতায় সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক পুনস্থাপনে যিনি সবার নজর কেড়েছিলেন।
এদিকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ৫৫ বছর বয়সি ছেলে মুজতবার নামও বলছেন কেউ কেউ। বিশেষ করে বিপ্লব শাহের বংশগত পাহলভি রাজতন্ত্র উৎখাতের পর থেকে পরিবারের সদস্যকে প্রেসিডেন্ট পদ দেয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন অনেকে।

নতুন করে শক্তিমত্তার জানান দিল তুরস্কের যে ড্রোন

আপনজন ডেস্ক: বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন রণক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে যেসব যুদ্ধাস্ত্র তার মধ্যে অন্যতম তুরস্কের তৈরি বাইরাক্তার আকিনচি ড্রোন। ২০২১ সাল থেকে তুর্কি সামরিক বাহিনীর বহরে যুক্ত হয়েছে বাইকার মাকিনা কোম্পানির তৈরি আকিনচি। এ ড্রোনে ভর করেই নাগার্নো-কারাবাখ যুদ্ধে আর্মেনিয়াকে নাকানি চুবানি খাইয়েছে আজারবাইজান। এমনকি সিরিয়ায় কুর্দি বিদ্রোহীদের ওপর হামলা থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা অভিযান পরিচালনায়ও আকিনচি ড্রোনের সাফল্য নজর কেড়েছে সমরবিদদের।
তবে শুধু যুদ্ধ নয় বরং শান্তিতেও নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে অদ্বিতীয় আকিনচি। সর্বশেষ প্রয়াত ইরানি প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসিকে বহনকারী হেলিকপ্টারের রহস্যজনক দুর্ঘটনার পর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে আকিনচি। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অন্ধকার আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়ও শুধু তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করেই শনাক্ত করে হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ। তুরস্কের তৈরি আকিনচি ড্রোন সর্বোচ্চ ৪০ হাজার ফুট উচ্চতায় অন্তত ৪০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় উড়তে পারে। তবে কোনো অনুসন্ধানী অভিযানে খুব ধীর গতিতেও এটি উড়তে সক্ষম। কোনো প্রকার বিরতি ছাড়াই এ ড্রোন টানা ২৪ ঘণ্টা উড়ে বেড়াতে পারে আকাশে। শুধু তাই নয়, অধিক উচ্চতায় উড়ার ক্ষমতা, নাইট ভিশন ও তাপ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি আকিনচিকে দুর্গম ভূখণ্ড ও দুর্যোগপূর্ণ আবাহওয়ায়ও কঠিন অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা দিয়েছে। আকিনচি ড্রোনটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানের মতোই বহন করতে পারে ভয়ংকর সব ক্ষেপণাস্ত্র।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত সিরিয়ার ফার্স্ট লেডি

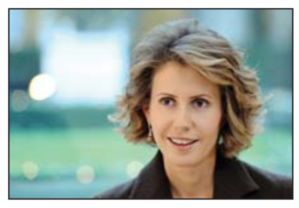

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের স্ত্রী দেশটির ফার্স্ট লেডি আসমা আল-আসাদ রক্তের ক্যান্সার লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। মঙ্গলবার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বেশ কিছু উপসর্গ দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফার্স্ট লেডি আসমা আল-আসাদের তীব্র মাইলয়েড লিউকেমিয়া ধরা পড়েছে।
ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সংক্রমণ প্রতিরোধের অংশ হিসেবে ফার্স্ট লেডি বিশেষ চিকিৎসা প্রোটোকল মেনে চলবেন এবং সরাসরি সব ধরনের সম্পৃক্ততা থেকে দূরে থাকবেন।
লিউকেমিয়া হচ্ছে অস্থিমজ্জার ক্যান্সার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর প্রধান লক্ষণ শ্বেত রক্তকণিকার অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি। রক্তে ভ্রাম্যমাণ এই শ্বেত রক্ত কণিকাগুলো অপরিণত ও অকার্যকর।
লিউকেমিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্থি মজ্জা (হাড়ের নরম ভিতরের অংশ) থেকে শুরু হয় এবং সাধারণত প্রাথমিক শ্বেত রক্তকণিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে লিউকেমিয়া অন্যান্য প্রাথমিক রক্তকণিকাতেও শুরু হতে পারে।
প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৯ সালে তিনি ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবে এবার তিনি লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হলেন।

দুই সপ্তাহে গাজায় ৯ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় বিগত দুই সপ্তাহে ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে ফের বাস্তুচ্যুত হয়েছে ৯ লাখ মানুষ। জাতিসংঘের দেওয়া তথ্য ও স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া চিত্র বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। চলতি মাসের শুরুতে রাফাহে অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। সেই সময় তারা রাফাহে অবস্থানরত ফিলিস্তিনিদের সরে যেতে নির্দেশ দেয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৭ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৩	৪.৫৩
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.১০	
মাগরিব	৬.১৭	
এশা	৭.৩৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

তেহরানে আনা হল রাইসির মরদেহ

আপনজন ডেস্ক: মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মরদেহ রাজধানী তেহরানে নেয়া হয়েছে। বুধবার (২২ মে) জানাজাসহ অনুষ্ঠানিকতা শেষে জন্মস্থান মাশহাদে বৃহস্পতিবার দাফন করা হবে তাকে।
ইরানি বার্তা সংস্থা ইরনার বরাত দিয়ে রাইসির মরদেহ তেহরানে পৌঁছানোর খবর দিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিএনএন। এর আগে, মঙ্গলবার পূর্ব আজারবাইনের তাবরিজ শহরে প্রিয় নেতা রাইসির জানাজায় অংশ নিতে জড়ো হন লাখো মানুষ।

নেতানিয়াহু-সিনওয়ারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রসিকিউটর করিম খান।
ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং এর ধারাবাহিকতায় গাজায় চলমান যুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এই আবেদন করেছেন তিনি। গতকাল সোমবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে করিম খান এসব কথা জানান। ওই সাক্ষাৎকারে করিম খান জানান, নেতানিয়াহু ও সিনওয়ার ছাড়াও ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ত ও হামাসের আরও দুই নেতা– সামরিক শাখা আল-ক্বাসাম ব্রিগেডের প্রধান মোহাম্মদ দায়েফ ইব্রাহিম আল-মাসরি ও হামাসপ্রধান ইসমাইল হানিয়ারও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছেন।
এখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির এই আবেদনের বিষয়ে নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আইসিসির বিচারকদের একটি প্যানেল সিদ্ধান্ত দেবে।

এবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি লড়তে মিত্রদের আহ্বান জানালেন জেলেনস্কি

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে পশ্চিমা মিত্রদের সরাসরি জড়িত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।
সোমবার (২০ মে) সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেন, 'এটি সদিচ্ছার বিষয়। কিন্তু প্রত্যেকে শুধু একটি কথাই বলবে তা হলো সবাই যুদ্ধ ভয় পায়।'
তিনি বলেন, 'প্রত্যেকেই এটা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে ইউক্রেনীয়রা মারা যাচ্ছে। মানুষ মারা যাচ্ছে তা কেউ দেখতে পাচ্ছে না।'
এ সময় জেলেনস্কি প্রস্তাব করেন, সামনের দিনগুলোতে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে ইউক্রেনকে সহায়তা করতে পারে প্রতিবেশী ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সশস্ত্র বাহিনী।
রাশিয়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পর থেকে হাজার হাজার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন নিক্ষেপ করেছে।
জেলেনস্কি জানান, রাশিয়া ইউক্রেন ভূখণ্ডে ৩০০টি বিমান দিয়ে হামলা চালিয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের আকাশপথে হামলা প্রতিহত করার জন্য অন্তত ১২০-১৩০টি বিমান দরকার।'
সাক্ষাৎকারে পশ্চিমা মিত্রদের তিনি আরো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহের আহ্বান জানান।

মাঝ আকাশে ভয়াবহ ঝড়ের কবলে সিঙ্গাপুরগামী বিমান, নিহত ১

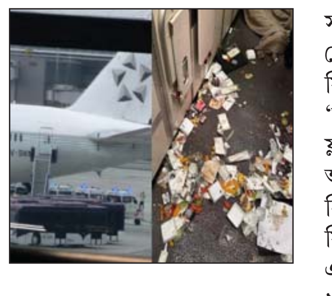

আপনজন ডেস্ক: ভয়াবহ ঝড়োবাতাসের জেরে মাঝ আকাশে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে প্রচণ্ড ঝাঁকুনির ঘটনায় এক যাত্রী নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়েছেন। বিমানটি লন্ডন থেকে সিঙ্গাপুরে আসার পথে এ ঘটনা ঘটে।
মঙ্গলবার (২১ মে) সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের এক বিবৃতিতে হতাহতের এই তথ্য জানানো হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স বলেছে, 'আমরা বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর ফ্লাইটে এক যাত্রীর মৃত্যু ও অন্যান্যদের আহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করছি।' লন্ডন থেকে সিঙ্গাপুরগামী সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ওই ফ্লাইটে মোট ২১১ জন যাত্রী ও ১৮ জন ক্রু ছিলেন।
লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর থেকে স্থানীয় সময় সোমবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের দিকে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের এসকিউ৩২১ ফ্লাইটটি সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। পরে তীব্র বাতাসের কবলে পড়ে সেটি। এই ঘটনার পর সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ওই ফ্লাইটের পাইলট মঙ্গলবার ব্যাংককের দিকে বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৩৮ সংখ্যা, ৯ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১, ১৩ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

রাইসির মৃত্যু

আজারবাইজানে একটি জলাধার প্রকল্প উদ্বোধনের পর কয়েক জন পদস্থ কর্মকর্তাসহ পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজে যাওয়ার পথে এক হেলিকপটার বিধ্বস্তের ঘটনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহি...রাজিউন)। ঐ হেলিকপটারে রাইসি ছাড়াও ছিলেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ান, পূর্ব আজারবাইজানের গভর্নর মালেক রহমতি এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মুখপাত্র আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ আলি আলে-হাশেম। ইহাতে হেলিকপটারের সকল আরোহী নিহত হন। গতকাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ইহাকে দুর্ঘটনা হিসাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার সহিত নাশকতার ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তাহা এখনো কোনোভাবে জানা যায় নাই। তেহরান রাইসির মৃত্যু নিশ্চিত করিবার পর শোক জানাইয়াছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান। কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানি, ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ শিয়া আল-সুদানি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো, আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ প্রমুখ রাইসির মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানাইয়াছেন। রাইসির মর্মান্তিক মৃত্যুতে 'গভীরভাবে শোকাহত' বলিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে লিখিয়াছেন, 'তাহার পরিবার এবং ইরানের জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। এই দুঃখের সময়ে ভারত ইরানের পাশে আছে।' বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরানের প্রেসিডেন্টের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে আমরাও গভীরভাবে মর্মাহত, শোকাহত। ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রাখিতে পছন্দ করা রাইসির কর্মজীবন বেশ ঘটনাবহুল। তিনি ছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষকদের রীতিমতো চমকাইয়া দিয়াছিলেন রাইসি। যদিও সেই নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার পর রাষ্ট্রীয় নির্বাহী ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনাসহ দারিদ্র্য, দুর্নীতি, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার সংকল্প ব্যক্ত করিয়া ২০২১ সালের নির্বাচনে 'ব্যাপকভাবে বিজয়ী' হইয়া সাবেক প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির স্থলাভিষিক্ত হন তিনি। ইরানের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই চলিয়া আসে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে দেশটিতে সংঘটিত মহাবিপ্লবের কথা, ইতিহাসে যাহা 'ইসলামি বিপ্লব' নামে অভিহিত। ৩৮ বত্সরের শাসক রেজা শাহ পাহলভির পতন এবং ১৬ জানুয়ারি জনরোষের মুখে তাহার দেশত্যাগের মধ্য দিয়া ১ ফেব্রুয়ারি নির্বাসন হইতে ইরানে ফিরিয়া আসেন গণবিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খামেনি। রাজধানী তেহরানের সড়কে জড়ো হওয়া লাখো মানুষের উদ্দেশে এক বক্তৃতায় ইরানে রাজতন্ত্র বাতিল এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা দেন খামেনি। ইহার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, শাহের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ারের সরকারকে প্রতিস্থাপন করা। অবশেষে ১১ ফেব্রুয়ারি ইরানের সেনাবাহিনী নিজেদের 'নিরপেক্ষতার' নীতি ঘোষণা করিলে পদত্যাগ করে আত্মগোপনে চলিয়া যান প্রধানমন্ত্রী বখতিয়ার। পতন ঘটে ২ হাজার ৫০০ বত্সরের রাজতন্ত্রের, চূড়ান্ত জয়ের দেখা পায় 'ইসলামি বিপ্লব'। ইহার পর সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়াছে বটে, তথাপি সেই গণবিপ্লব ইরানের মানুষকে কী দিয়াছে, সেই প্রশ্ন আমরা আজ আর করিতে চাহি না। এমন এক প্রেক্ষাপটে ইরানের গার্ডিয়ান কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে রাইসি প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন, যখন তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যা, ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক উত্তেজনা এবং বিশ্বশক্তিগুলির সহিত পরমাণু চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করিবার আলোচনাসহ নানাবিধ কঠিন চ্যালেঞ্জ ঘিরিয়া ধরিয়াছিল ইরানকে। ইরানের সাবেক বিচার বিভাগীয় প্রধান রাইসি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার গ্রহণের পর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হইয়াছে তেহরান, যাহার মধ্যে ২০২২ সালে ইরান জুড়ে ছড়িয়ে পড়া সরকারবিরোধী বিক্ষোভ, ইসরাইল ও ইরানসমর্থিত ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে চলমান গাজা যুদ্ধ এবং সর্বোপরি ইরান ও ইসরাইলের মধ্যকার প্রকাশ্য 'ছায়া যুদ্ধ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত সম্পর্ক ভালো রাখিবার ব্যাপারে সর্বদাই নজর ছিল রাইসির। আঞ্চলিক তত্পরতা রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়া মাঝেমধ্যেই নিজেকে 'স্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী শক্তি' হিসাবে দাবি করিতেন তিনি। ●●●●●●●●●●●●

রাইসির মৃত্যু কি ইরানকে ফের অস্থির করে তুলবে

উত্তর ইরানের পাহাড়ি এলাকায় কপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে রোববার প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের মৃত্যু ইরান ও এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎকে কিছুটা হলেও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশে ভ্রমণ করার সময় প্রেসিডেন্ট রাইসির সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরাবদুল্লাহিয়ানও নিহত হন। ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাস্থল খুঁজে পেতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেছে। কুয়াশা এতটাই ঘন ছিল যে হেলিকপ্টারটি শনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্যাটেলাইটগুলোর সহায়তা চাইতে ইরানিদের বাধ্য হতে হয়েছে। লিখেছেন **জ্যাক ডেটশ..**

উত্তর ইরানের পাহাড়ি এলাকায় কপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে রোববার প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের মৃত্যু ইরান ও এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎকে কিছুটা হলেও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশে ভ্রমণ করার সময় প্রেসিডেন্ট রাইসির সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরাবদুল্লাহিয়ানও নিহত হন। ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাস্থল খুঁজে পেতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেছে। কুয়াশা এতটাই ঘন ছিল যে হেলিকপ্টারটি শনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্যাটেলাইটগুলোর সহায়তা চাইতে ইরানিদের বাধ্য হতে হয়েছে।

ইরান যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কঠোর পন্থা বেছে নিয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যকে একটি আঞ্চলিক যুদ্ধের কিনারে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এমন এক সময় এই দুর্ঘটনাকে ইরানের রাজনীতিতে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু রূপান্তরমূলক যুগের উপসংহার বলা যেতে পারে।

প্রায় তিন বছরের ক্ষমতাকালে ইব্রাহিম রাইসি ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং সামাজিক নীতিকে আগের চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল জায়গায় নিয়ে যান। পূর্বসূরি হাসান রুহানির পর তিনি এই অঞ্চলে ইরানকে স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় ঠেলে দেন।

ইরানের একজন শুরা সদস্য কিছুদিন আগে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির সঙ্গে রাইসির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং দেশটির অনেক কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞের ধারণা ছিল, খামেনির উত্তরাধিকারী হওয়ার দৌড়ে রাইসি প্রথম সারিতে থাকবেন।

২০১৮ সালে তৎকালীন ট্রাম্প সরকার ইরান চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তিন বছর পর গদিতে বসে রাইসি ক্রমাগত ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে গতি বাড়িয়েছিলেন এবং ইরান চুক্তি নিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে আলোচনার গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন। রাইসির অধীনস্থ ইরান সরকার ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে এবং রাশিয়াকে শাহেদ নামের আত্মঘাতী ড্রোন এবং প্রচুর গোলাবারুদ দিয়েছে।

এখন রাইসির মৃত্যুজনিত আগাম নির্বাচনকে ঘিরে শাসক শ্রেণির শীর্ষে দলাদলি ও রেষারেষির আশঙ্কা আছে। ৮৫ বছর বয়সী খামেনির সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে রাইসির নাম উঠে আসছিল। কিন্তু এখন তাঁর মৃত্যুর কারণে খামেনির উত্তরসূরি নির্ধারণ প্রশ্নে ইরানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অস্থিরতার মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

গত বছরের অক্টোবরে ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে রাইসির ইরান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিভিন্ন কৌশলগত স্বার্থে আঞ্চলিক প্রক্সি যোদ্ধাদের দিয়ে হামলা চালিয়েছে। তাঁর এই অকস্মাৎ মৃত্যুর মাত্র এক মাস আগে ইরান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পশ্চিমদের সম্পর্কে ইরানের গ্রহণ করা নীতি এবং কৌশল সম্পর্কে রাইসি তাঁর দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে যে শক্ত সংহতি স্থাপন করে গেছেন তাতে মনে হচ্ছে, তাঁর জায়গা কে প্রেসিডেন্ট হবেন, সেটি কোনো বড় বিষয় হিসেবে থাকছে না। কারণ প্রেসিডেন্টের গদিতে এখন যে-ই বসুন না কেন, ইরানে রাইসির অনুসৃত নীতির কোনো বদল হবে না।

ইরানের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখেন ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অব ডেমোক্রেসিস (এফডিডি)-এর জ্যেষ্ঠ ফেলো বেহনাম বেন তালেবলু। তাঁর ভাষ্য হলো, ৭ অক্টোবরের পর মধ্যপ্রাচ্য যেভাবে বিশ্বকে ঝাঁকুনি দিয়েছে তা রাইসিসহ কিংবা রাইসিবিহিন—উভয় ইরানের জন্যই সন্তোষজনক হবে।

ইরানের সংবিধান অনুযায়ী আগামী ৫০ দিন প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবার মন্ত্রিসভার প্রধান হিসেবে থাকবেন এবং এর মধ্যে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করবেন।

বিশ্লেষকেরা বলেছেন, সাম্প্রতিক পার্লামেন্টারি নির্বাচনে রেকর্ড মাত্রার কম ভোট পড়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ নির্বাচনের সময় রাইসির জয় নিশ্চিত করার জন্য খামেনি ও তাঁর সহযোগীরা সব ধরনের ক্ষমতা খাটিয়েছিলেন এবং অন্য সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে রাইসি ইরানের প্রসিকিউশন কমিটিতে কাজ করেছিলেন। এই কমিটির মাধ্যমেই ১৯৮৮ সালে ইরান সরকার প্রায় ৫ হাজার ভিন্নমতাবলম্বীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল। রাইসিকে জাতিসংঘ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তাঁর চালু করা কঠোর নীতির শিকার হয়েছিলেন ২২ বছর বয়সী মাহশা আমিনি।

এখন রাইসির মৃত্যুজনিত আগাম নির্বাচনকে ঘিরে শাসক শ্রেণির শীর্ষে দলাদলি ও রেষারেষির আশঙ্কা আছে। ৮৫ বছর বয়সী খামেনির সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে রাইসির নাম উঠে আসছিল। কিন্তু এখন তাঁর মৃত্যুর কারণে খামেনির উত্তরসূরি নির্ধারণ প্রশ্নে ইরানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অস্থিরতার মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর বৃহত্তম শাখা ও দেশটির অর্থনীতির বড় অংশকে নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) রাজনীতিতে তার অবস্থান শক্তিশালী করতে অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটির নিয়ার ইস্ট সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের অধ্যাপক এবং অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন সেনা কর্নেল ডেভিড ডেস রোচেস বলেন, খামেনি চলে গেলে তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। এ অবস্থায় আইআরজিসি একটি ধীর গতির অভ্যুত্থান ঘটাবে কিনা সেটিই দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, উদ্ধারকর্মীরা যখন রাইসির বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটির সন্ধান করছিলেন, তখন রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ইরানের জনগণকে তাঁর জন্য দোয়া করতে বলা হচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে কিছু ইরানিকে কট্টরপন্থী রাইসির সম্ভাব্য মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করে আতশবাজি ফাটাতে দেখা গেছে।

নেভাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ইরান বিশেষজ্ঞ আফশোন অস্তোভার রাইসির মৃত্যুর নিশ্চিত খবর প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজকের দুর্ঘটনা এবং প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্ভাব্য মৃত্যু ইরানের রাজনীতিকে নাড়িয়ে দেবে। কারণ যাই হোক না কেন, প্রশাসনের মধ্যে যে এখন একটি ফাউল খেলার ধারণা ছড়িয়ে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। উচ্চাভিলাষী গোষ্ঠীগুলো সুবিধা আদায়ের জন্য সুযোগ খুঁজতে পারে।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগাম নির্বাচনে ইরানে উদারনৈতিক কোনো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা কম; তবে রাইসির মৃত্যু প্রতিবাদ আন্দোলনকে আবার চাগিয়ে তুলতে পারে।

জ্যাক ডেটশ ফরেন পলিসির পেন্টাগন এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিবেদক
ফরেন পলিসি থেকে নেওয়া। অনুবাদ

প্রায় তিন বছরের ক্ষমতাকালে ইব্রাহিম রাইসি ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং সামাজিক নীতিকে আগের চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল জায়গায় নিয়ে যান। পূর্বসূরি হাসান রুহানির পর তিনি এই অঞ্চলে ইরানকে স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় ঠেলে দেন। ইরানের একজন শুরা সদস্য কিছুদিন আগে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির সঙ্গে রাইসির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং দেশটির অনেক কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞের ধারণা ছিল, খামেনির উত্তরাধিকারী হওয়ার দৌড়ে রাইসি প্রথম সারিতে থাকবেন। ২০১৮ সালে তৎকালীন ট্রাম্প সরকার ইরান চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তিন বছর পর গদিতে বসে রাইসি ক্রমাগত ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে গতি বাড়িয়েছিলেন এবং ইরান চুক্তি নিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে আলোচনার গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন। রাইসির অধীনস্থ ইরান সরকার ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে এবং রাশিয়াকে শাহেদ নামের আত্মঘাতী ড্রোন এবং প্রচুর গোলাবারুদ দিয়েছে।

সাইমন টিসডাল

ন্যাটোর ব্যর্থতায় ইউক্রেন নিয়ে প্রশ্ন উঠে এসেছে

খারকিভে নতুন করে আক্রমণ বাড়িয়েছে রুশ বাহিনী। পশ্চিমের ধীরগতিতে অস্ত্রসহায়তার সুযোগ নিতেই যে এমন পরিকল্পনা পুতিনের, সে কথা সবাই বলবে। কিয়েভের হাতে দূরপাল্লার তথা সক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিতে ন্যাটো নেতাদের কীসের এত ভয়? অনেক বিশ্লেষক বলে আসছেন, ইউক্রেন বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত সমর্থন পাচ্ছে বটে, কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য যে মাত্রার সহায়তা প্রয়োজন, তা পাচ্ছে না। এভাবে ইউক্রেনকে 'খালি হাতে' বাঁচিয়ে রাখার মধ্য দিয়ে ঠিক কী কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে—এসব প্রশ্ন সন্দেহের উদ্রেক করে স্বভাবতই।

আগামী ৯ থেকে ১১ জুলাই ন্যাটোর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক জমকালো অনুষ্ঠান উদ্যাপনে ওয়াশিংটনে জড়ো হবেন সমমনা অনেক বিশ্বনেতা। ঠিক এমন একটি আয়োজন সামনে রেখে প্রশ্ন উঠছে, সুদীর্ঘ পথচলায় ন্যাটো জোটকে কতটা সফল বলা যায়?

২০২২ সাল থেকে চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে ন্যাটো কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পেরেছে বা পারছে, তা এক জটিল প্রশ্ন। বস্তুত, শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন ন্যাটো জোট। ইউক্রেন যুদ্ধে এই সংগঠন অত্যন্ত বাজেভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে মত অনেক বিশ্লেষকের!

ইউক্রেন যুদ্ধ এখন আর মস্কো ও কিয়েভের মধ্যকার কোনো লড়াই নয়; বরং এই যুদ্ধ এখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে গোটা ইউরোপের লড়াই হয়ে উঠেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেন যুদ্ধকে বৈশ্বিক স্বাধীনতার লড়াই, গণতন্ত্রের লড়াই ইত্যাদি নামে অবিহিত করে বলেছেন, 'ইউক্রেনের প্রতি আমাদের সমর্থন কোনো অবস্থাতেই বন্ধ হবে না।' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে ঘোষণা করেছেন, 'এই যুদ্ধে বিজয় লাভে যত দিন লাগবে, তত দিন কিয়েভের পাশে থাকবে ব্রিটেন।' এ ধরনের নানা কথা বিশ্বনেতারা বলে আসছেন বটে, কিন্তু বাস্তবতা হলো, যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে টিকে থাকতে হিমশিম খেতে হচ্ছে একা ইউক্রেনকেই।

রুশ আগ্রাসন ঠেকাতে শুরু থেকেই দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল ন্যাটোর—এ কথা এখনো বলা হচ্ছে, আগেও বহু বার বলা হয়েছে। ন্যাটো যদি এতে কর্ণপাত করত, তাহলে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেত অনেকখানি। নো ফ্লাই জোনগুলোতে হাজার হাজার বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটত না। রুশ সেনাদের আক্রমণের শিকার হতো না ইউক্রেনের অনেক শহর।

পশ্চিমা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে রাশিয়ার অভ্যন্তরে সামরিক ঘাঁটি ও তেল শোধনাগারগুলোতে আক্রমণ না চালানোর জন্য কিয়েভকে নির্দেশনা দেওয়া আছে। একইভাবে ন্যাটো নৌবাহিনীর উচিত ছিল খাদ্যপণ্য রপ্তানির অন্যতম রুট কৃষ্ণসাগরের (ব্ল্যাক সি) বন্দরগুলোর চারপাশে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যাতে করে বিশ্বব্যাপী পণ্য আমদানি-রপ্তানি বিঘ্নিত না হয়। একই সঙ্গে এ-ও উচিত ছিল, পুতিনকে কড়াভাবে বলা যে, পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইলিংয়ের ঘৃণ্য রাস্তা পরিহার করতে হবে। এসব প্রচেষ্টা এখনো কাজে দিতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে 'সদিচ্ছা' থাকাটাই আসল কথা।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের প্রচলিত কলাকৌশলে 'মৌলিক পরিবর্তন' আনার আহ্বান জানিয়েছেন ন্যাটোর সাবেক শীর্ষ কমান্ডার

জেনারেল রিচার্ড শিরেফ। তিনি দারুণ সব পরামর্শ দিয়েছেন। তবে রাজনীতিবিদেরা তার কথা আদৌ কানে তুলছেন বলে মনে হয় না। বাইডেন ও জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ সামরিক ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা নিয়েই পড়ে আছেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ আত্মতুষ্টির রাস্তা থেকে সরে এসেছেন। তিনি এখন বলছেন, 'কেবল রাশিয়ার পরাজয়ের মধ্য দিয়েই ইউরোপ বাঁচতে পারবে।' এ ধরনের চিন্তা মূলত আরো আগেই করা উচিত ছিল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে যুক্তরাজ্য, সর্বোপরি ইউরোপের নিরাপত্তা নিয়ে ঘনঘন উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এভাবে তিনি হয়তো যুক্তরাজ্যের ভোটারদের ভয় দেখাতে বা আকৃষ্ট করতে পারবেন, কিন্তু চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে পুতিন যে সীমাহীন বন্ধুত্বের কথা বলে আসছেন, সে বিষয়ে তার মুখে কথা নেই কেন? ঋষি সুনাককে একা দোষ দেওয়াটা ঠিক হবে না। সুনাকের সঙ্গে আছেন ডেভিড ক্যামেরনের মতো তুখোড় রাজনীতিবিদ। প্রশ্ন হলো, ইউক্রেনকে জয়ী করার প্রশ্নে সরাসরি পদক্ষেপ নিতে তারা কি সেভাবে প্রস্তুত? ঝানু ঝানু রাজনীতিবিদ থাকা সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে ইউক্রেনের পরাজয় দিনে দিনে যেন অবধারিত হয়ে উঠছে।

জুলাইয়ের ঐ অনুষ্ঠানে ন্যাটোর উচিত হবে ইউক্রেনকে পূর্ণ সদস্যপদ প্রদান করা। যদিও তা হওয়ার নয়। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। কিয়েভকে বলে দেওয়া হয়েছে, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত' অপেক্ষা করতে হবে। ওয়াশিংটনের এমন যুক্তির পেছনে আসলে কী কারণ থাকতে পারে? স্নায়ুযুদ্ধ যুগের ভয়? সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায়, ন্যাটোর ৩২ সদস্য দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস করবেন পুতিন?

ন্যাটোর সাবেক মহাসচিব অ্যান্ডার্স ফগ রাসমুসেনের চিন্তাই সঠিক। তার বক্তব্য, 'ন্যাটোতে ইউক্রেনের যোগদানের আলোচনা অবিলম্বে শুরু হোক। দূরপাল্লার টরাস মিসাইলের সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসুক জার্মানি।' রাসমুসেন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'যদি আপনি যুক্তি দেন যে, যত দিন যুদ্ধ চলছে তত দিন আপনি ইউক্রেনকে সদস্যপদ দিতে পারবেন না, তাহলে তো এর মধ্য দিয়ে পুতিনকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রণোদনা-প্ররোচনা দেওয়া হলো!'

অনেক কিছু করার আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও। ইইউর উচিত আসছে শীর্ষ সম্মেলনে কিয়েভের ন্যাটো সদস্যপদের আবেদন গুরুত্ব দিয়ে দেখা। কারণ ইউক্রেনের জন্য যুদ্ধের পরিস্থিতি কঠিনতর হয়ে উঠছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মিত্রদের দ্বারা সৃষ্ট বিলম্বকে কাজে লাগাতে চাইছেন পুতিন—এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। তাছাড়া ইউক্রেন সেনা অভাবে ধুঁকছে। এমতাবস্থায় বিশ্লেষকদের অভিমত, ইউক্রেনকে অবশ্যই জরুরি ভিত্তিতে লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে হবে। এর পাশাপাশি ইউক্রেনীয় সীমান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো রক্ষার স্বার্থে ইউক্রেনে সেনা মোতায়েন করার বিষয়ে গুরুত্বসহকারে চিন্তা করতে হবে। সেনা প্রশিক্ষণ প্রদানও অনেক জরুরি হয়ে পড়েছে। সর্বোপরি স্পষ্ট করতে হবে যে, ইউক্রেনের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ইউরোপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই যুদ্ধে ইউক্রেন পরাজিত হলে ক্ষতি কেবল কিয়েভের একার হবে না; বরং পুতিনের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা সফল হলে বিপদে পড়বে সোভিয়েত জমানার অনেক দেশ; যেমন—জর্জিয়া। উপরন্তু, কঠিন অবস্থার মুখে পড়বে ইইউ ও ইউরোপের নিরাপত্তা। ঠিক এমন একটি পরিস্থিতিতে ন্যাটোর অবস্থা কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়। আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে বাইডেন যদি পরাজিত হন, তাহলে নিশ্চিতভাবে ইউক্রেনের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাবে। ট্রাম্পের শাসনামলে ন্যাটোর অবস্থা কী হবে, তা-ও বড় প্রশ্ন! সুতরাং, ধরে নিতে হবে, জুলাইয়ে ওয়াশিংটনের ঐ পার্টিই হতে পারে ন্যাটোর জন্য শেষ সুযোগ। রাশিয়া ও ন্যাটোতে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভার্শবো লিখেছেন, 'যদি ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হন এবং ন্যাটোবিরোধী মনোভাবে ফিরে আসেন, তাহলে বড় ধরনের হতাহতের প্রথম শিকার হবে ইউক্রেন। ইউরোপের বিপর্যয়কর পরিণতির শুরু হবে সেখান থেকেই।'

পশ্চিমা রাজনীতিবিদদের রাশিয়ান হুমকির প্রতি আরো মনোযোগী হয়ে ওঠা কেন উচিত? অসংখ্য কারণ আছে। রুশ গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা, গুপ্তহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও সাইবার-হ্যাকিংয়ের মতো ঘটনাগুলো দেখে খুব সহজেই বোঝা যায়, ইউরোপীয় দেশগুলোর বিরুদ্ধে রীতিমতো বাজি ধরে যুদ্ধে নেমেছেন পুতিন।

ইউক্রেনের বিপর্যয় মোকাবিলায় ন্যাটো বাস্তবিক অর্থেই সেভাবে অবদান রাখতে পারছে না। এ কারণে প্রশ্ন জাগে, ন্যাটোর কাজ আদতে কী? কেবল ট্রাম্প নন, অনেকের মনেই উঁকি মারে এই প্রশ্ন!

লেখক :আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক

প্রথম নজর

ভগবানগোলায় ছাত্র নিগ্রহে পথ অবরোধ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গত ২রা এপ্রিল ভগবানগোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আলামিন হককে কাঠের স্কেল দিয়ে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুল হকের বিরুদ্ধে। স্কেলের আঘাতে ওই ছাত্রের পায়ে বড়ো ধরনের চোট লাগে। ওই ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, 'প্রথমদিকে মারের কথা স্বীকার করে চিকিৎসার জন্য ১০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করলেও পরবর্তীতে মারার কথা অস্বীকার করেন প্রধান শিক্ষক নাজমুল হক।' এমনকি সেই কথা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন ছাত্রের বাবা রামবাগ হাটপাড়ার বাসিন্দা ইসমাইল হক।

ছাত্র নিগ্রহের ঘটনায় মঙ্গলবার বিকেলে বহরমপুর-লালগোলা রাজ্য সড়কের উপর ভগবানগোলা নেতাজি মোড়ে প্রায় আধাঘন্টা পথ অবরোধ করে থাকে স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রধান শিক্ষকের কড়া শাস্তির দাবী জানিয়েছেন তারা। দীর্ঘ আধাঘন্টা পর ভগবানগোলা থানার পুলিশ অবরোধ তুলে দেয়। যদিও এই বিষয়ে ভগবানগোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুল হকের দাবি, 'শাসক দলের নেতাদের মদতে যোগসাজশ করে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তুলেছে তারা।'

গত ১৯শে মে ভগবানগোলা থানায় এধরনের একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভগবানগোলার মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক ডক্টর উত্তম গড়াই। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে এই বিষয়টি তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন ছাত্রের বাবা।

বৃহন্নালা-আরপিএফের হাতাহাতি, রণক্ষেত্র বর্ধমান স্টেশন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান স্টেশন এক অন্য রকম ঘটনার সাক্ষী থাকল। ট্রেনের যাত্রাতে অনেক সাধারণ মানুষ কে যে ভাবে বিরক্ত করে বৃহন্নলাদের একটি অংশ ।তাদের দাপাদাপি সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে আর পি এফের অভিযোগ। অন্যদিকে বৃহন্নলাদের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি মোটা টাকা ঘুষ চেয়ে না পাওয়ায় আরপিএফ তাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। দুই পক্ষের অভিযোগের মাঝেই মঙ্গলবার বর্ধমান রেল স্টেশনে তুমুল বিক্ষোভে দেখায় বৃহন্নলারা। বিক্ষোভের মাঝেই বৃহন্নলাদের হাতে আক্রান্ত হয় আরপিএফের এক মহিলা সাব ইন্সপেক্টর ও এক মহিলা কনস্টেবল সহ একজন সাব ইন্সপেক্টর ও দুজন পুরুষ কনস্টেবল। এই ঘটনায় আরপিএফ পোষ্ট সহ বর্ধমান স্টেশন চত্বরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। বৃহন্নলাদের বড় অংশ এদিন অবস্থান বিক্ষোভে বসে পরে এক নম্বর প্লাটফর্মে আরপিএফ পোষ্টের সামনে।

তাদের অভিযোগ, আরপিএফ আধিকারিকরা আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা ঘুষ চায়। তা না দিলেই তাদের উপর নেমে আসে শারীরিক অত্যাচার। প্রায় দিনের নিত্য নতুন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বৃহন্নলাদের বড় অংশ। আজ তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এমনকি এদিন দেখা গেছে, বিক্ষোভ চলাকালীন আর পি এফের এক অফিসারকে রীতিমত লাঠি, চর, থাপ্পড় মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে বৃহন্নলাদের একাংশ।

যদিও আরপিএফের দিকে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বর্ধমান আরপিএফ পোষ্টের আধিকারিকরা। তাদের দাবী, রেলের যাত্রীদের কাছ থেকে জোড়-পূর্বক টাকা চাওয়ার অভিযোগ জমা পরছিল রেল বিভাগে সেই জন্যই আরপিএফ ব্যবস্থা নিচ্ছিল।

শতাব্দী প্রাচীন আইহো হাট অস্তিত্ব সংকটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: শতাব্দী প্রাচীন আইহো হাট,যার অবস্থা এখন অস্তিত্ব সংকটে ধুঁকছে। মালদার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে রয়েছে হবিবপুর ব্লকের আইহো হাট বহু পুরনো এই হাট সপ্তাহে একদিন রবিবার বসে। এক সময় এইহাট জমজমাট ছিল ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় ছোট বড় হাট বাজার তৈরি হওয়াতে মুখ থুবড়ে পড়েছে আইহো হাট,শতাব্দী প্রাচীন আইহো হাট।আইহো হাটে আশা ক্রেতা থেকে বিক্রেতা সকলেরই মন ভার। তারা জানান এক সময় বহুদূরান্ত থেকে এই হাটে ক্রেতা থেকে বিক্রেতা আসতেন, শনিবার রাত্রে গরুর গাড়ি নিয়ে এই হেঁটে আসতেন সারাদিন রান্নাবান্না করে খেয়ে হাটে কেনাবেচা করে পরের দিন ভোরবেলা বেরিয়ে যেতেন লম্বা লাইন পড়তো গরুর গাড়ি।যেমন জাজইল, নিমবাড়ি, কানর্তুরকা, সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা এই হাটে আসতেন অন্যদিকে কালিয়াচক, সুজাপুর রায়পুর পুরাতন মালদা থেকেও আসতেন এই হাঁটে,জমিদার আমল থেকেই এই হাতের দেখাশোনা করতেন তাদের বংশধর ইতিমধ্যেই সেই হাট এখন চলে গিয়েছে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে। এছাড়াও আস্তে আস্তে দিনের সাথে সাথে হাটের অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে বসেছে এই নিয়ে সকলে চিন্তিত, হয়তো কোন একদিন হাঁট আর থাকবে না।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পশ্চিম মেদিনীপুরে নতুন এসপি কুলদীপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ করল কমিশন। নতুন পুলিশ সুপারের দায়িত্ব পেয়েছেন সোনওয়ানে কুলদীপ সুরেশ। তিনি ২০১৬ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। বর্তমানে তিনি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) পদে কর্মরত ছিলেন। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকারকে ছড়িয়ে দেয় কমিশন। আগামী ২৫ মে শনিবার ষষ্ঠ দফার লোকসভা নির্বাচন রয়েছে মেদিনীপুরে। তার আগে মেদিনীপুরে পুলিশ সুপার বদলি হওয়ার ঘটনায় বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয় জোর তরজা। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার এক্স হ্যান্ডেল এ এই ঘটনাকে 'মোদির গ্যারান্টি' বলে সমালোচনা করতে শোনা যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল সাইডে লেখেন যে জেলায় বিজেপি নেতাকে হিসাব বহির্ভূত নগদ সহ পুলিশ ধরে সেই জেলার এসপিকে সরিয়ে দেয় কমিশন। এর আগে রবিবার পুরুলিয়া জেলার পুলিশ সুপার কেউ সরিয়ে দেয় কমিশন। দিল্লির জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তর থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাঠানো হয় পুরুলিয়ার এসপি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনের কোন কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না। এর পাশাপাশি আরও তিন পুলিশ আধিকারিককে ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাঁথির এসডিপিও দিবাকর দাস কে সরিয়ে দেওয়া হয়।একইসঙ্গে পটাশপুর থানা ও ভূপতিনগর থানার ওসিদের সরানো হয়। কমিশনের নির্দেশে নতুন দুই পুলিশ অফিসার সোমবার ওই দুই থানার ওসি পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

পুলিশি তৎপরতায় দশ বছর আগে বৃদ্ধ দম্পতি খুনে সাজা দোষীর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বছর দশেক আগে বৃদ্ধ দম্পতির গলায় ছুরির কোপ বসানোর ঘটনায় অভিযুক্ত জামিনে মুক্ত ছিল এতদিন। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার মামলার সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা হল অভিযুক্ত সঞ্জয় দত্তকে। সরকারি পক্ষের আইনজীবী গুরুদাস ভট্টাচার্য বলেন, বৃদ্ধ দম্পতি খুনের চেষ্টার মামলার অভিযুক্ত সঞ্জয় দত্তকে শনিবার বিষ্ণুপুর আদালতে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক (অ্যাসিস্ট্যান্ট সেশান জাজ) জ্যোৎস্না রায় তিনটি ধারার যথাক্রমে ৬ বছর, পাঁচ বছর ও এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন ।

সর্বোচ্চ ৬ বছরের সাজা ভোগ করবে অভিযুক্ত। এই ধরনের রায় অভিযুক্তদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ঘটনা সূত্রপাত ২০১৪-র ৭ই জানুয়ারি । অভিযোগ ওই দিন সন্ধ্যায় সোনামুখী সাত নম্বর ওয়ার্ডের চেল মোড়ের বাসিন্দা, নরনাথ চন্দ্রের উপর ছুরি নিয়ে চড়াও হয় সোনামুখীর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শিখা কার্তিক তলার বাসিন্দা সৃজয়। নরনাথের মেয়েকে বাড়ি থেকে তুলে আনতে চেয়েছিল অভিযুক্ত। তবে সেই সময় মেয়েকে না পেয়ে বাবার গলাতে ছুরির কোপ বসায় সে। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম হন নরনাথের স্ত্রী ভারতী দেবীও। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতলে ভর্তি ছিলেন দম্পতি । সেই সময় সোনামুখী থানায় লিখিত অভিযোগ হওয়ার পরে সোনামুখী থানার সাব-ইন্সপেক্টর সামাদ আনসারীর নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয় এবং অভিযুক্ত সঞ্জয়কে গ্রেফতার করে সোনামুখী থানার সাব ইন্সপেক্টর সামাদ আনসারী। অভিযুক্ত সৃজয়কে গ্রেফতার করে বিষ্ণুপুর আদালতে ছিল পুলিশ। যদিও জামিনে ছাড়া পেয়ে যায় অভিযুক্ত। সেই সময় আতঙ্কে ছিলেন নরনাথ ও তার পরিবার। এই দিনের রায়ের পরে বলেন তিনি বলেন, আমরা এখনো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। সাজা ভোগ করলে অভিযুক্ত অপরাধ বুঝতে পারবে। কিন্তু যদিও আবার জামিনে মুক্তি হয়ে যায় তাহলে আমাদের মতো অসহায় মানুষেরা তো আতঙ্কে থাকবেই। আমরা চাই দোষী যেন শাস্তি পায়। এদিন অভিযুক্ত নিজে কিছু না বললেও তার আইনজীবী সন্তোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা মক্কেলের জামিনের জন্য আদালতে যা আবেদন করবো।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার ডাক নওশাদের

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উঠে পড়ে লেগেছে সকল রাজনৈতিক দল গুলো। নির্বাচন যতই শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ময়দান ছাড়তে নারাজ কেউই। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল,প্রধান বিরোধী দল বিজেপির পাশাপাশি বাম সহ আইএসএফ ও নেমে পড়েছে ভোটযুদ্ধে। হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন তার পরেই সপ্তম দফা নির্বাচন অর্থাৎ শেষ দফা নির্বাচন। তারই আগে এদিন ডায়মন্ড হারবার লোকসভার আইএসএফ প্রার্থী মজনু লস্করের সমর্থনে বনগ্রাম থেকে মহিষগেট পর্যন্ত নির্বাচনী পথসভায় এসে জন জুয়ারে ভাসলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। এই নির্বাচনী রোড শো থেকে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। এবং তিনি বলেন দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়তে এই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র আইএসএফ প্রার্থী মজনু লস্করকে ভোট দিয়ে জয়ী করার জন্য আহ্বান করেন।এবার লোকসভায় নিজেদের প্রতীকে লড়াই করছে আইএসএফ। ইভিএমে খাম চিহ্নের পাশে থাকছে আইএসএফ নামও। শুধু ভাঙড়ের বিধায়ক হয়ে নিজেকে আটকে নয় সারা রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছেন নওশাদ সিদ্দিকী। মুর্শিদাবাদ, মালদহ সহ বিশেষ করে সংখ্যালঘু জেলায় নজরে দিতে চাইছে আইএসএফ । তাই এই সব জায়গাতেই তীব্র দাবদাহ পরিবেশকে অপেক্ষা করে কদিনে প্রচারে পৌঁছে গেছেন নওশাদ সিদ্দিকী। আইএসএফ -এর তিনিই একমাত্র তারকা। আইএসএফ এর একটাই উদ্দেশ্যে কয়েকটা আসন পাওয়ার পাশাপাশি ভাঙড়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা রাজ্যে নিজেদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিতে এবার কোমর বেঁধে নেমেছে আইএসএফ। প্রাপ্ত ভোট শতাংশের গ্রাফকে ঊর্ধ্বমুখী করার চেষ্টা। নওশাদ সিদ্দিকীর ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় এই নির্বাচনী পথ সভায় ৮ থেকে ৮০ সকল মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো।

রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবস স্মরণ মালদা কংগ্রেসের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পুরাতন মালদা ব্লক ও শহর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৩৩ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে রাজীব গান্ধী পৌর মার্কেটে আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিন উপস্থিত ছিলেন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্র নাথ হালদার এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি গোপাল সরকার,পুরাতন মালদা শহর কংগ্রেস সভাপতি প্রাণতোষ ঘোষ,কংগ্রেস নেতা শিবনাথ শুকুল সহ মঙ্গলবাড়ী রাজীব গান্ধী মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজীব গান্ধী মার্কেটে অবস্থিত রাজীব গান্ধীর আবক্ষ মূর্তির কাছে এসে উপস্থিত হন এবং খুব নিষ্ঠার সাথে দিনটি পালন করেন। এদিন প্রয়াত রাজীব গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় পাশাপাশি পুষ্পার্ঘ নিবেদনের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধায় জ্ঞাপন করেন উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বও ব্যবসায়ীরা।

চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে সদ্যোজাতর মৃত্যুর অভিযোগ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে সদ্যোজাত কন্যা শিশু মৃত্যুর অভিযোগ। প্রসূতি বিভাগের সামনে বিক্ষোভ মৃত শিশুর পরিবারের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঘটনা। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের নাজিরপুর এলাকার যশাহারের বাসিন্দা হাসি মুন্নারা খাতুন। গত ১৮ তারিখ প্রসব বেদনা নিয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। গত ১৯ তারিখ নরমাল ভাবে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তিনি। অভিযোগ, এরপর সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে। শিশুর চিকিৎসাও ঠিকমত করা হয়নি। এমনকি হাসপাতালের কর্মীরা খারাপ ব্যাবহার করেছে। বিষয়টি জানতে পেরে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা। এ বিষয়ে সদ্যজাত শিশু কন্যাটির বাবা জানান, 'সম্পূর্ণ চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা এ বিষয়ে হাসপাতাল সুপার ও বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।'

অন্যদিকে, এ বিষয়ে বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানান, 'এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। যেকোনো মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। লিখিত অভিযোগ পেলে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভোটের আগে ৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার রাতে স্ট্যাটিক সার্ভেলেন্স টিম জোড়াবাগান থানা এলাকায় নাকা চেকিং করছিল । তখন এক মাঝ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা । সূত্রের খবর সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় সোদপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন হাওড়ার এক মাছ ব্যবসায়ী। সঙ্গে ছিল লক্ষ লক্ষ টাকা। ওই মাছ ব্যবসায়ী দাবি করছেন প্রত্যেকদিন এই নগদ টাকা তাদের ব্যবসায়িক কাজে লাগে। তিনি এই পরিমাণ টাকা প্রতিদিনই নিয়ে যান। তবে ভোটের দশ দিন আগে ই কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে যাতায়াতের সময় নাকা চেকিং - এ ধরা পড়েন ওই ব্যবসায়ী।পুলিশ খতিয়ে দেখছে সমস্ত বিষয় । প্রথম কথা উল্লেখ করা যেতে পারে রাতের কলকাতায় লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে উত্তর কলকাতায়। ভোটের সময় শহরে নিরাপত্তা জোরদার করতে বিভিন্ন পয়েন্টে চলছে নাকা চেকিং। শহরের উত্তর থেকে মধ্য দক্ষিণ থেকে পূর্ব সর্বত্র নাকা চেকিং পয়েন্ট গড়ে তোলা হয়েছে। গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষার পাশাপাশি চলন্ত গাড়িতে বেআইনি আর্থিক লেনদেন হচ্ছে কিনা তা জানতে লালবাজার সতর্ক রয়েছে।

আজ সেই সতর্ক পদক্ষেপে সোমবার রাতে উত্তর কলকাতার জোড়া বাগান থানা এলাকায় নাকা পয়েন্টে হল প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। আটক ওই মাছ ব্যবসায়ী টাকা প্রসঙ্গে যে ব্যবসায়ী লেনদেনের কথা উল্লেখ করেছেন, তার সত্যতা যাচাই করছে কলকাতা পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচন উপলক্ষে নাকা চেকিংয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন পয়েন্টে। সোনার বিস্কুট সহ ফেনসিডিল এবং নগদ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ । একাধিক রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিদের কাছ থেকেও উদ্ধার হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা।

ভোটের লাইনে মহিলারা...

আপনজন: হুগলি জেলার শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে পঞ্চম দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, আইএসএফ সিপিআই (এম)পঞ্চম দফার লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। উল্লেখ্য, ফুরফুরা শরীফে পীরজাদা ইসমাইল সিদ্দিকী ও পীরজাদা সৈয়দ আফতাব উদ্দিন এছাড়াও বয়স্কদের সঙ্গে সঙ্গে ফুরফুরা শরীফে বেলপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে লম্বা লাইন দেখা যায় পুরুষ মহিলাদের। ট্রাই সাইকেল চালিয়ে প্রতিবন্ধীরাও ভোট দিলেন ফুরফুরা শরীফ সিনিয়র মাদ্রাসার ভোটকেন্দ্রে। এই দিন বাচ্চা কোলে নিয়ে মহিলা ভোটার ভোট দিতে এলেন বেলপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রসঙ্গত চন্ডিতলার থানার অন্তর্গত নবাবপুর ভগবতীপুর কুমিরমোড়া অঞ্চলে পুরুষ ও মহিলারা ভোট দেন বুথে বুথে ।

ছবি ও তথ্য: সেখ আবদুল আজিম

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লেপার্ডের চামড়া সহ গ্রেফতার দুই তৃণমূল নেতা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো এবং বহরমপুর উত্তর-দক্ষিন রেঞ্জের বনদপ্তরের যৌথ অভিযানে মুর্শিদাবাদ থানার মতিঝিল পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেল থেকে লেপার্ডের চামড়া সহ দুজনকে আটক করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৮৮ মিটার লম্বা পূর্ণবয়স্ক একটি লেপার্ডের চামড়া। ধৃত দুজনকে মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বনদপ্তর। তাদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংশোধীত আইনের ৯, ৪২ সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

ধৃতদের নাম সাবিরুল ইসলাম ও মাসারুল মন্ডল। দুজনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ থানার গুধিয়া এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

অভিযুক্ত সাবিরুল ইসলাম তেতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আকরুমা বিবির স্বামী। অন্যদিকে তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি সাবিরুল ইসলামের ভাই মাসারুল মন্ডলকেও একই সঙ্গে গ্রেফতার করে একই সঙ্গে আটক করে বনদপ্তর। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছেড়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগদান করে তারা, লোকসভা নির্বাচনের মাস কয়েক আগে আবু তাহের খানের হাত ধরে আবারো তৃণমূল কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করে সাবিরুল সহ তার অনুগামীরা। দুই ভাই কোথা থেকে সেই লেপার্ডের চামড়া আনছিল এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ সহ বনদপ্তর। যদিও এই ঘটনায় ধৃত সাবিরুল ইসলামের বক্তব্য, 'দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হলাম। চক্রান্ত করে আমাদের ফাঁসানো হয়েছে।' এই বিষয়ে তৃণমূলের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গয়েশপুর পৌরসভার কাউন্সিলর সহ আহত তিন

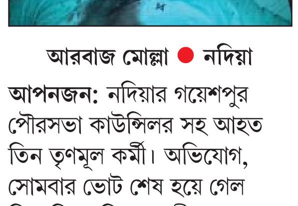

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার গয়েশপুর পৌরসভা কাউন্সিলর সহ আহত তিন তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ, সোমবার ভোট শেষ হয়ে গেল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কর্মীদের ওপরে হামলা চালায় একজন তৃণমূল কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেয় আহত অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে কল্যাণী জি এন এম হাসপাতালে নিয়ে আসলে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতা এন আর এস হাসপাতাল স্থানান্তর করে চিকিৎসকেরা। রাজনৈতিক ভাবে মুকাবেলা করতে পারছে না তাই বাইরে থেকে দুষ্কৃতি নিয়েছে আমাদের কর্মীদের ওপরে হামলা চালিয়েছে বিজেপি। কাঁচরাপাড়া থেকে দুষ্কৃতী নিয়ে এসে ভোট মিটে গেলে বাঁশ,লোহার রড দিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ তৃণমূলের।আহত তৃণমূল কর্মী রব ঘোষ বলেন, একজনের বাড়ি ভাঙচুর করছে আমার জানতে চায়লে বেশি বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদেরকে মারধর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কল্যাণী থানার পুলিশ। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাঞ্চন ঘোষ বলেন, বেশ কিছু বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা লাঠি রড নিয়ে আমাদের মারধর করে এবং ঘটনার জেরে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছে।বর্তমান তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিষয়টি পৌরসভার চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে।

রোনাল্ডোর সঙ্গে ‘বুড়ো’ পেপেকে নিয়েই ইউরোয় পর্তুগাল

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের (ইউরো) ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১৪ গোল ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। এই প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ পাঁচটি টুর্নামেন্ট ও সর্বোচ্চ ২৫ ম্যাচ খেলার রেকর্ডও পর্তুগিজ কিংবদন্তির। জুনে জার্মানিতে শুরু হতে যাওয়া ইউরোয় এই তিন রেকর্ডকে আরও উঁচুতে তোলার সুযোগ পাচ্ছেন রোনাল্ডো। ৩৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডকে নিয়ে আজ পর্তুগালের ২৬ জনের ইউরো স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন কোচ রবার্তো মার্তিনেজ।

পর্তুগালের হয়ে এবার ইউরোর বাছাইয়ে ১০ গোল করেছেন রোনাল্ডো। আল নাসরের হয়ে এবার সৌদি প্রো লিগে ২৯ ম্যাচে ৩৩ গোল করেছেন, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সংখ্যাটা ৪৮ ম্যাচে ৪৮ গোল! পোর্তোর ৪১ বছর বয়সী কিংবদন্তি ডিফেন্ডার পেপেকেও স্কোয়াডে রেখেছেন মার্তিনেজ। এ মৌসুমে খেলা ৩৪ ম্যাচে বেশ ভালো করেছেন সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ ডিফেন্ডার। ২৬ মে পর্তুগাল কাপে পোর্তোর হয়ে স্পোর্টিং লিসবনের মুখোমুখি হবেন পেপে।

পর্তুগালের ইউরো স্কোয়াড:
গোলকিপার: ডিওগো কস্তা, রুই প্যাত্রিসিও ও জোসে সা।
ডিফেন্ডার: রুবেন দিয়াস, দানিলো পেরেইরা, আন্তনিও সিলভা, পেপে, গনকালো ইনাসিও, নেলসন সেমেদো, জোয়াও কানসেলো, ডিওগো দালত ও নুনো মেন্দেজ।
মিডফিল্ডার: ব্রুনো ফার্নান্দেজ, ভিতিনহা, রুবেন নেভেস, জোয়াও পালিনহা, জোয়াও নেভেস, ওতাভিও। ফরোয়ার্ড: ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, ডিয়েগো জোতা, বের্নার্দো সিলভা, জোয়াও ফেলিক্স, রাফায়েল লিয়াও, গনকালো রামোস, পেদ্রো নেতো, ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও।

ম্যানচেস্টার সিটি মিডফিল্ডার ম্যাথিয়াস নুনেসের জায়গা হয়নি ইউরো স্কোয়াডে। মার্তিনেজের স্কোয়াড থেকে বলার মতো বাদ পড়া এটাই। তবে উলভারহ্যাম্পটনের মিডফিল্ডার পেদ্রো নেতোকে রেখেছেন মার্তিনেজ। চোটজর্জর মৌসুমে লিগে ২০ ম্যাচে ২ গোল করার পাশাপাশি ৯টি গোলও করিয়েছেন নেতো। বেলজিয়ান কোচের ২৬ জনের এই স্কোয়াডে ৯ জনই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলেন।

গত বছরের জানুয়ারিতে ২০১৬ ইউরো জেতানো কোচ ফার্নান্দো স্যান্টোসের জায়গায় নতুন কোচ হিসেবে মার্তিনেজের নাম ঘোষণা করে পর্তুগাল। সেটি ২০২৪ ইউরো বাছাইপর্ব শুরুর আগে। বাছাইয়ে গ্রুপ পর্বে ১০ ম্যাচের সব কটি জিতে রেকর্ডও গড়ে মার্তিনেজের পর্তুগাল। ৩৬ গোল করার বিপরীতে মাত্র ২ গোল হজম করেছিল তারা।

জার্মানিতে ১৪ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া ইউরোয় ‘এফ’ গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে পর্তুগাল। এই গ্রুপে বাকি তিন দল চেক প্রজাতন্ত্র, তুরস্ক ও প্রথমবার খেলতে যাওয়া জর্জিয়া। ১৮ জুন লাইপজিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল।

বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগ দিলেন ব্রাভো

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বোলিং পরামর্শক হিসেবে ডোয়াইন ব্রাভোকে নিয়োগ দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগেই দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ক্যাম্পে তিনি যোগ দেবেন বলে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে এসিবি।

টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৬২৫টি উইকেটের মালিক ব্রাভো ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে তিন সংস্করণ মিলিয়ে খেলেছেন ২৯৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ২০২১ সাল পর্যন্ত সব কটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা ব্রাভো ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে জিতেছেন দুটি শিরোপা।

আইপিএল থেকে অবসর নিলেও অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে ব্রাভো খেলেন এখনো। সম্প্রতি আইপিএলের দল চেন্নাই সুপার কিংসের বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন টি-টোয়েন্টিতে প্রায় সাত হাজার রান করা এ অলরাউন্ডার। এসিবি তাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ব্রাভোর খেলার ধরন ও বিনোদনের কারণে বিশ্বজুড়ে তিনি সম্মানিত ও সমাদৃত।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, উগান্ডা ও পাপুয়া নিউগিনির সঙ্গে গ্রুপ ‘সি’তে আছে আফগানিস্তান। গ্রুপ পর্বে তাদের সব কটি ম্যাচই ওয়েস্ট ইন্ডিজে। স্বাভাবিকভাবেই ত্রিনিদাদের ব্রাভোর অভিজ্ঞতা তাদের কাজে দেবে।

আগেই সহকারী কোচ হিসেবে টি-টোয়েন্টির আরেক ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার কাইরন পোলার্ডকে নিয়োগ দিয়েছে ইংল্যান্ড। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ কোচ হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক কোচ ফিল সিমন্সকে ভিড়িয়েছে পাপুয়া নিউগিনি।

আফগানিস্তান দলে ব্রাভো কাজ করবেন প্রধান কোচ জোনাথন ট্রট, ব্যাটিং কোচ অ্যান্ড্রু প্যাটিক, বোলিং কোচ হামিদ হাসানের সঙ্গে। এর বাইরে দলটির সঙ্গে ফিল্ডিং কোচ হিসেবে আছেন শেন ম্যাকডারমট এবং স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ নিক লি। ম্যাকডারমট ও লি এর আগে বাংলাদেশ জাতীয় দলে একই ভূমিকায় ছিলেন।

বিশ্বকাপের আগে এরই মধ্যে সেন্ট কিটস ও নেভিসে পৌঁছে গেছে আফগানিস্তান দল। মূল টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সেখানে ১০ দিনের প্রস্তুতি ক্যাম্প করার কথা তাদের। আগামী ৪ জুন উগান্ডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে রশিদ খানের দলের। এর আগে ২৯ ও ৩১ মে যথাক্রমে ওমান ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে তারা।

২০২২ সালে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে কোনো ম্যাচ জিততে ব্যর্থ আফগানিস্তান অবশ্য সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের খুব কাছে চলে গিয়েছিল।

আইপিএল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক মাস অপেক্ষা করবেন ধোনি

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল থেকে গত শনিবার রাতে চেন্নাই সুপার কিংসের বিদায়ের পর এখন একটাই প্রশ্ন, মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আর দেখা যাবে তো? রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে সে ম্যাচে ২৭ রানে হেরেছে চেন্নাই। অনেকেই ভেবে নিয়েছেন, আইপিএলে এটাই হয়ে গেল ৪২ বছর বয়সী ধোনির শেষ ম্যাচ। কিন্তু ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, আইপিএলে এটি ধোনির শেষ ম্যাচ না-ও হতে পারে! বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে হারের বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে শেষ ওভারে ৩৫ রান দরকার ছিল চেন্নাইয়ের। ধোনি প্রথম বলে বিশাল ছক্কা মেরে বল হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরে যে বলটি দেওয়া হয়, সেটি আগেরটির চেয়ে তুলনামূলক শুকনা ছিল। বেঙ্গালুরুর উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান দিনেশ কার্তিক ম্যাচ শেষে চেন্নাইয়ের বিদায়ের কারণ হিসেবে ধোনির ছক্কাকে টেনে নিয়ে আসেন, ‘সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি ঘটেছে, সেটি হচ্ছে ধোনির ছক্কা মাঠের বাইরে চলে যাওয়া। ফলে আমরা নতুন একটা বল পেয়েছি, যেটা বোলিংয়ের জন্য আগেরটার চেয়ে ভালো (শুকনা)।’ যাহোক, হারের পর ধোনির হতাশাক্লিষ্ট মুখ দেখে কেউ কেউ হয়তো ভেবে নিয়েছেন, বিদায়ের যন্ত্রণাটা ভালোই ভোগাচ্ছে ভারতের কিংবদন্তিকে। সেই বিদায়টা চেন্নাইয়ের, তবে আইপিএল থেকে ধোনির বিদায়টা সম্ভবত এখনই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে সূত্র বলেছে, ‘ধোনি চেন্নাইয়ের কাউকে বলেনি, তার এটাই শেষ। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সে কয়েক মাস অপেক্ষা করবে বলে জানিয়েছে ম্যানেজমেন্টকে।’ চেন্নাই আশা করছে, তাদের ঘরের মাঠে চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আইপিএলে নিজের শেষ ম্যাচটা খেলবেন ধোনি। বয়স হয়ে গেলেও ফিটনেস এখনো বেশ ভালোই ভারতের সাবেক এই অধিনায়কের। এই তো বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে শেষ ম্যাচেও প্রায় ২০০ স্ট্রাইক রেটে ২৫ রান করেছেন। দৌড়ে দ্রুত রান নিতেও হাঁপিয়ে উঠছেন না। সূত্র বলেছে, ‘সে দৌড়ে রান নিতে অস্বস্তিবোধ করছে না এবং সেটা আশার কথা।’ আগামী বছর আইপিএলের নিলামে দলগুলোকে পাঁচজন করে খেলোয়াড় ধরে রাখার সুযোগ দেওয়া হতে পারে।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখতে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন ডেস্ক: গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাচছে খেলাধূলা।আর তাই গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য বজায় রাখতে ও নতুন প্রজন্মের কাছে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতাকে পরিচিত করার লক্ষ্যেই জয়নগরের উওর দূর্গাপুর অঞ্চলের শসাপাড়ায় শসাপাড়া বালক সংঘের পরিচালনায় বিরাট ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মঙ্গলবার সকালে।এদিন শসাপাড়ার মাঠে এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আম্বিয়া বিবি,উপপ্রধান সাইফুল লস্কর সহ আরো অনেকে । এই তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দেখতে মাঠের চারপাশে কয়েকশো

দর্শকের সমাগম ঘটে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার মাঠে।জানা যায়,ডায়মন্ডহারবার,কুলপি, রায়দীঘি, কুলতলি, জয়নগর, মন্দিরবাজার,মথুরাপুর,ঢোলা,লক্ষীকান্তপুর,মগরাহাট,ক্যানিং, পাথরপ্রতিমা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ১৮ থেকে ২০টি ঘোড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। প্রথম পুরস্কার ৭ হাজার ১টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ হাজার ১ টাকা তৃতীয় পুরস্কার ৩হাজার ১ টাকা ধার্য করা হয়ে ছিলো। ঘোড়া দৌড় দেখতে আসা আলমগীর হালদার ও ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজক চিত্তরঞ্জন মন্ডল বলেন, ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে খুবই ভালো লাগছে, বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের এলাকায় এমন একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে যা গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাচছে।এদিন এই খেলা দেখতে বিভিন্ন বয়সের হাজারো নারী পুরুষ দর্শকের উপস্থিতিতে আমরা খুশি।এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে মনে পড়ে গেল। তবে এমন আয়োজন প্রতিবছরেই করা হয়।বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ঘোড়ার মালিকরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন, অনেক প্রতিযোগিতায় তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলে যোগ হলেন ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ও শর্ট

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএলে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে শিরোনাম হয়েছেন বেশ কয়েকবার। তাঁকে নিয়ে ছিল ব্যাপক আলোচনা। এরপরও অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার ঘোষণা করা ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক। অস্ট্রেলিয়া ভরসা রেখেছে অভিজ্ঞ ডেভিড ওয়ার্নারের ওপরই। ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ওপেনার হিসেবে তাঁকেই রেখেছে বিশ্বকাপের দলে।

অস্ট্রেলিয়া দল ঘোষণার পর ক্রিকেট বিশ্বে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছিল—এই যে আইপিএলে ফ্রেজার-ম্যাগার্ক দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে ৯ ইনিংসে চারটি ফিফটি আর ২৩৪ স্ট্রাইক রেটে ৩৩০ রান করলেন, এর কি কোনো মূল্য নেই! অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকেরা অবশ্য এর মূল্য কিছুটা হলেও এবার দিলেন। আজ ট্রাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে বিশ্বকাপ দলে ফ্রেজার-মাগার্কের নাম ঘোষণা করেছেন তাঁরা। একই সঙ্গে ট্রাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে দলে রাখা হয়েছে আরেক ব্যাটসম্যান ম্যাথু শর্টকেও।

ফ্রেজার-ম্যাগার্ক আইপিএলে খেললেও এই টুর্নামেন্টে ছিলেন না শর্ট। তাঁকে বিবেচনা করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে সর্বশেষ গ্রীষ্মের পারফরম্যান্স দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি এ দুজনকে বিশ্বকাপ দলে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে বলেছেন, ‘ম্যাট আর জেইক অস্ট্রেলিয়ার সর্বশেষ গ্রীষ্মের পারফরম্যান্স দিয়ে তাদের বিশ্বকাপ দলে রাখার বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে। জেকের ক্ষেত্রে তো সাম্প্রতিক আইপিএলের পারফরম্যান্সও আছে।’

বেইলি এরপর যোগ করেন, ‘টুর্নামেন্টের সময় খেলোয়াড়দের কেউ চোটে পড়লে সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে কাউকে পাওয়া কঠিন হবে। ম্যাট আমাদের অলরাউন্ডার অপশন দিচ্ছে আর জেইক ব্যাটিংয়ে বিকল্প যোগ করবে।’

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ আয়োজনে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে ১ জুন। অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ম্যাচটি খেলবে ওমানের বিপক্ষে। ৫ জুন ম্যাচটি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বার্বাডোজে।

বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া দল
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা, অ্যাস্টন অ্যাগার, ম্যাথু ওয়েড, ক্যামেরন গ্রিন, টিম ডেভিড, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউড, প্যাট কামিন্স, নাথান এলিস।
ট্রাভেলিং রিজার্ভ: জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক, ম্যাথু শর্ট

অলিম্পিকে মেসি কি তাহলে খেলবেন না!

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছার কথা নাকি বলে রেখেছিলেন আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানোকে। বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজও সরাসরিই বলেছেন, খেলতে চান অলিম্পিকে। কিন্তু আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম মুন্দো আলবিসেলেস্তের খবর অনুযায়ী, মার্তিনেজ অলিম্পিকে খেললেও মেসির খেলা হচ্ছে না।

যেকোনো দেশের অলিম্পিক দলে এমনিতে অনূর্ধ্ব-২৩ খেলোয়াড়েরা খেলেন। কিন্তু কোচ চাইলে তিনজন সিনিয়র খেলোয়াড় নিতে পারেন। আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দলে সেই তিন সিনিয়র খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে চেয়েছেন অনেকেই—এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, নিকোলাস ওতামেন্দি, হুলিয়ান আলভারেজরা উল্লেখযোগ্য নাম। কিন্তু মাচেরানোর প্রথম দুই পছন্দ ছিলেন মেসি ও দি মারিয়া।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ খেলতে চান অলিম্পিকে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ খেলতে চান অলিম্পিকেএএফপি দি মারিয়া অবশ্য আগেই বলে রেখেছেন, তাঁর অলিম্পিকে খেলার খুব একটা ইচ্ছা নেই। কোপা আমেরিকার পর আর্জেন্টিনা দলকে বিদায় জানাতে পারেন বলেও একবার উল্লেখ করেছিলেন। আর অলিম্পিক দলে তরুণদেরই সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

মুন্দো আলবিসেলেস্তের ক্রীড়া সাংবাদিক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব আরিয়েল সিনোসিয়াইনকে সূত্র উল্লেখ করে খবর দিয়েছে যে, অলিম্পিকে আর্জেন্টিনার তিন সিনিয়র খেলোয়াড় ঠিক হয়ে গেছে। সেই তিন সিনিয়র খেলোয়াড় হতে যাচ্ছেন আলভারেজ, মার্তিনেজ ও ওতামেন্দি।

আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানোএএফপি মাচেরানো অবশ্য এক দিক থেকে অলিম্পিক দল নির্বাচন করতে গিয়ে সুবিধাই পাবেন। তিনি এমন দুজন খেলোয়াড় পাচ্ছেন, যাঁরা এরই মধ্যে জাতীয় দলে নিয়মিত, কিন্তু বয়স ২৩-এর মধ্যে। সেই দুজন এনজো ফার্নান্দেজ ও আলেহান্দ্রো গারনাচো। এর মধ্যে ২৩ বছর বয়সী ফার্নান্দেজ তো কাতার বিশ্বকাপও জিতেছেন। এ ছাড়া আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে একটি করে ম্যাচ খেলা ভালেন্তিন বারকো ও ভালেন্তিন কারবোনির বয়সও ২৩ বছরের কম। অলিম্পিক দলে পাওয়ার জন্য পোর্তোর কাছে আগেই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার আলান ভারেলাকে চেয়ে রেখেছেন মাচেরানো। ২২ বছর বয়সী ভারেলাকে পোর্তো অলিম্পিকের সময় ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মাচেরানো এখন চেলসির সঙ্গে ফার্নান্দেজকে পেতে দেনদরবার করবেন।

বাবর-রিজওয়ানদের জন্য বিশ্বকাপে ভিভ রিচার্ডসকে চায় পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মেন্টর হিসেবে কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডসকে চায় পাকিস্তান। পাকিস্তানের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে ১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে ভিভ রিচার্ডসকে পেতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পিসিবি এরই মধ্যে আলোচনা শুরু করেছে।

পিসিবির একজন সিনিয়র কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, পিসিবি ও ভিভ রিচার্ডসের মধ্যে আলোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রথম পর্বের ৪ ম্যাচ পাকিস্তান খেলবে যুক্তরাষ্ট্রে। প্রথম পর্ব পার হলে পাকিস্তানের ম্যাচগুলো হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ভিভ রিচার্ডসকে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ অংশের জন্য খুব করে চায় পিসিবি।

সেই সিনিয়র কর্মকর্তার উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে ক্রিকেট পাকিস্তান। সেখানে বলা হয়েছে, ‘রিচার্ডস যেভাবে কোয়েটা গ্লাডিয়েটরসের মেন্টর হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁর কাজে পিসিবি খুবই মুগ্ধ। পিসিবি এই সুবিধাটুকু নিতে চায়, বিশেষ করে বিশ্বকাপের ওয়েস্ট ইন্ডিজ অংশে।’ দীর্ঘদিন পিএসএলের দল কোয়েটা গ্লাডিয়েটরসের মেন্টরের দায়িত্ব পালন করেছেন রিচার্ডস।

বিশ্বকাপে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষেপিসিবি ভিভ রিচার্ডসকে মেন্টর হিসেবে পেতে পাকিস্তানের বড় বাধা বিশ্বকাপে কিংবদন্তি এই ক্রিকেটারের মিডিয়া কমিটমেন্ট। তবে এর সমাধান খুঁজছে পিসিবি, ‘বোর্ড খুব করেই রিচার্ডসকে মেন্টর হিসেবে পেতে চায়, তাই তারা সমাধান খুঁজছে। কিন্তু তিনি এখনো রাজি হননি।’

বিশ্বকাপে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ‘এ’ গ্রুপে পাকিস্তানের অন্য তিন প্রতিপক্ষ ভারত, কানাডা ও আয়ারল্যান্ড।

পাকিস্তান এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেনি। তারা আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি জানিয়েছিল, এই ১৮ জন থেকে ৩ জন কমিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড সাজানো হবে।

অবসরের ঘোষণা দিলেন টনি ক্রুস

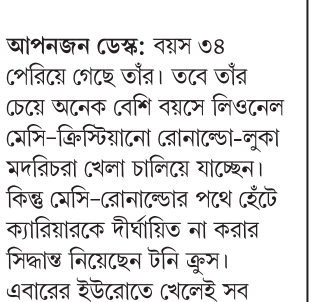

আপনজন ডেস্ক: বয়স ৩৪ পেরিয়ে গেছে তাঁর। তবে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি বয়সে লিওনেল মেসি-ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো-লুকা মদরিচরা খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মেসি-রোনাল্ডোর পথে হেঁটে ক্যারিয়ারকে দীর্ঘায়িত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টনি ক্রুস।

এবারের ইউরোতে খেলেই সব ধরনের ফুটবলকে বিদায় জানাবেন জার্মান এই মিডফিল্ডার। তার মানে, রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালই হবে ক্লাবের জার্সিতে তাঁর শেষ ম্যাচ। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ক্রুস নিজেই।

বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে জার্মানির হয়ে ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ জেতা ক্রুস চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন ৫ বার। এ ছাড়া বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে তিনটি বুন্দেসলিগা শিরোপা জেতার পাশাপাশি রিয়ালের হয়ে লা লিগা শিরোপা জিতেছেন চারবার। সব মিলিয়ে ক্রুস ক্যারিয়ারে শিরোপা জিতেছেন ৩২টি। তবে বিদায়ের আগে আরও দুটি বড় ট্রফি জেতার সুযোগ ক্রুসের সামনে।

রিয়ালের হয়ে নিজের শেষ ম্যাচটি ক্রুস খেলবেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে। সেই ম্যাচে জিতলে নিজের ষষ্ঠ চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপাটিও জেতা হবে তাঁর।

এরপর ক্রুসের আছে জার্মানির হয়ে ইউরো জেতার সুযোগও। জাতীয় দলের হয়ে এই শিরোপাটি এখনো অধরা আছে ‘স্নাইপার’ খ্যাত এ ফুটবলারের। এর আগে ২০২০ সালের ইউরো শেষে অবশ্য জাতীয় দলকে একবার বিদায় জানিয়েছিলেন ক্রুস।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**